

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

carplanet

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মালিকানাধীন অন্যতম বৃহৎ ও পুরস্কারজয়ী গাড়ি পরিবেশক

আপনার পছন্দের
গাড়ি খুঁজে নিন

✓ সুলভ মূল্যে সেরা গাড়ি—আমাদের প্রতিশ্রুতি

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ১৬

সমকামী সাজিয়ে এসাইলাম আবেদন



- সহায়তার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩
- দোষী সাব্যস্ত হলে ১০ বছর কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর, ২০২৬: ‘সমকামী সাজিয়ে’ আশ্রয় আবেদন করা একটি সন্দেহভাজন চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত তিনজনকে। গত ৬ অক্টোবর

মঙ্গলবার সকালে যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের অধীনে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা এ অভিযান চালান। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সমকামী সাজিয়ে ভুয়া

“হোয়াইটচ্যাপেলে
বাংলাদেশিদের এলজিবিটি
সংগঠন ‘আপনজন’ ভুয়া
এসাইলাম আবেদনের পক্ষে
সুপারিশ করে থাকে”

নথিপত্র তৈরি করে দিতেন। এসব নথিপত্রের মধ্যে সাজানো ছবি ও জাল কাগজপত্র রয়েছে। বিনিময়ে তাঁরা একেকজন আশ্রয়প্রার্থীর কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫০০ পাউন্ড করে নিতেন।

ধারণা করা হচ্ছে, এ চক্রটি বাংলাদেশি পুরুষদের কয়েক ডজন এসাইলাম আবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছে। এসব আবেদনে দাবি করা হয়, আশ্রয়প্রার্থীরা সমকামী। দেশে ফিরলে তাঁদের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়। ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার লন্ডনের কয়েকটি ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

এক ধাক্কায় ২৮ হাজার ফুট নিচে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমান



দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি যাত্রীবাহী বিমান আয়ারল্যান্ডের আকাশসীমায় আকস্মিক জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে দ্রুত গতিতে নিচে নেমে আসে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, এই ঘটনায় বিমানটি দিক পরিবর্তন করে পুনরায় লন্ডনে ফিরে আসে। -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

দুই দফা ইনজেকশন প্রয়োগ ৬দিন পর জীবিত মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত নারী

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর জ্ঞান ফিরেছে মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্রিস্টা পাইকের। তিনি এখন সচেতন এবং কথা বলছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা। ৫০ বছর বয়সী -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...



নামাজের শব্দে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন অভিযোগ জানাতে ফিরলেন মুসলিম হয়ে



-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

আপনার কাছাকাছি
মসজিদে পরবর্তী
জামা'আত কখন?

QR কোড স্ক্যান করুন

টাওয়ার হ্যামলেটসের
নিকটবর্তী মসজিদগুলোর
নামাজের সময় সঙ্গে সঙ্গে জানে নিন

সব মসজিদের লাইভ
জামা'আতের সময় ও
নামাজের পূর্ণ সময়সূচি দেখুন

টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিলের
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও
নোটিফিকেশন জেনে নিন

এখনই আমাদের ফ্রি অ্যাপ ডাউনলোড করুন!

COUNCIL of MOSQUES

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



UK Government



DO YOU
KNOW YOUR
STATE PENSION
AGE?

To check, visit: **GOV.UK/STATE-PENSION-AGE**
All you need is your **DATE OF BIRTH**



শিশুর কাছে ভ্যাপ বিক্রি

টাওয়ার হ্যামলেটসে দোকানকে জরিমানা



দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: অপ্রাপ্ত বয়স্ক একজন ক্রেতার কাছে নিকোটিনযুক্ত ভ্যাপ বিক্রি করার দায়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে।

কাউন্সিলের রেগুলেটরি সার্ভিসেস বিভাগের ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস কর্মকর্তাদের পরিচালিত একটি টেস্ট পারচেজিং (গোপন ক্রয়) অভিযানে এই জরিমানা করা হয়। ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস কর্মকর্তা, মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ভলান্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেটদের সমন্বয়ে পরিচালিত এক অভিযানে ১৭ বছর বয়সী একজন স্বেচ্ছাসেবক হোয়াইটহর্স লেনের আল-হারামাইন সুপারস্টোর থেকে নিকোটিনযুক্ত একটি ভ্যাপ কিনতে সক্ষম হন। বিক্রি করা পণ্যটি ছিল 'এসকেই অরিজিনাল লেমন' -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

আদালতে সাবেক পরিচালকের স্বীকারোক্তি

কার্ডিফে কলেজের ৫০ লাখ পাউন্ড আত্মসাৎ

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে অবস্থিত কার্ডিফ সিল্কথ ফর্ম কলেজের তহবিল থেকে অন্তত ৫০ লাখ পাউন্ড আত্মসাৎের ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় এসেছে প্রতিষ্ঠানটির সাবেক পরিচালক দম্পতি নাদিম সারোয়ার ও ইয়াসমিন সারোয়ার। নাদিম সারোয়ার ইতোমধ্যে কলেজের অর্থ আত্মসাৎের দায় স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে তার সাবেক স্ত্রী ইয়াসমিন সারোয়ার নিজের বিরুদ্ধে আনা নয়টি চুরি ও প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করে ক্রাউন কোর্টে বিচার মোকাবিলা করছেন।

গত ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার আদালতে প্রসিকিউশনপক্ষ অভিযোগ করে, একসময়



যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এ লেভেল কলেজ হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটির অর্থকে ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করেছিলেন সারোয়ার দম্পতি। প্রসিকিউটর মার্ক কটার কেসি জুরিদের বলেন, তারা কলেজের তহবিলকে নিজেদের 'ব্যক্তিগত পিগি ব্যাংক' হিসেবে ব্যবহার -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

স্পনসর করা কর্মী অন্যত্র কাজের অভিযোগ হাউসলো মসজিদের লাইসেন্স বাতিল

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: পশ্চিম লন্ডনের হাউসলো জামিয়া মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারের স্পনসর লাইসেন্স

বাতিল করেছে যুক্তরাজ্যের হোম অফিস। বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ ও ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাজ্যে ডিজেলের দামে রেকর্ড

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

NO FEE
SENDING MONEY TO
BANGLADESH



Send money through
IFIC Money Transfer UK



No Fee
on money transfer to Bangladesh



Enjoy
Meet and Greet Service
in Airport in Bangladesh when you travel.

**WE ARE
HIRING AGENT**



Meet & Greet Service



Fast | Secure | Reliable

IFIC Money Transfer – Trusted by millions

IFIC Money Transfer UK LTD
18 Brick Lane, London E1 6RF, Tel: 020 7247 9670

বিমানবন্দরে ভোগান্তি কমেনি, আছে অপপ্রচারও

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনার চিত্র পুরনো। গত কয়েক মাসেও এ চিত্র খুব একটা বদলায়নি। কমেনি ভোগান্তি। লাগেজ পেতে দেরি, ইমিগ্রেশনে হররানি। মালামাল নিতে ট্রলি না পাওয়াসহ নানা ভোগান্তি ও হররানির ঘটনা ঘটছে অহরহ। সম্প্রতি তিন তরুণীকে নেপাল যেতে বাধা দেয়া ও জামায়াত নেতা মেজর (অব.) আকতারুজ্জামানকে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গ্রেপ্তার ও রিমাণ্ডে নেয়ায় নতুন করে ভোগান্তির বিষয় আলোচনায় এসেছে। প্রবাসীরাও তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলে ধরছেন। একইসঙ্গে অনেক আগে ঘটা ঘটনার ছবি, ভিডিও দিয়েও কেউ কেউ বিমানবন্দর পরিস্থিতির সমালোচনা করছেন। এ ধরনের অপপ্রচারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ট্রলি সংকটের কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে; তার প্রত্যেকটির সত্যতা মিলেছে। সরজমিন বিমানবন্দর এপ্রোন এলাকা ঘুরেও এমন চিত্র দেখা গেছে। মন্ত্রণালয় ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ চার হাজার ট্রলি থাকার কথা দাবি করলেও বাস্তবে কয়েকটি ফ্লাইট একসঙ্গে আসলে ট্রলি সংকট দেখা দেয়। কয়েক মাস আগে ট্রলি সংকট কাটাতে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে ট্রলি আনা হয়।

গত ১লা অক্টোবর মদিনা থেকে আসা বিমানের ফ্লাইটের যাত্রীদের লাগেজ পেতে দেরি ও ট্রলির সংকটকে কেন্দ্র করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বেলট এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক ঘটনাস্থলে এলে জামায়াত নেতা আখতারুজ্জামান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান, তিনি বিমানবন্দর পরিচালককে হুমকি দেন। এ সময় প্রটোকল সহকারীদের ভিডিও ধারণ করতে বাধা দিলে এক নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়। পরে বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, কর্মকর্তাকে হুমকি

এবং সরকারি কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে জামায়াতের সহযোগী সদস্য ও সাবেক এমপি মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। একদিনের রিমাণ্ড শেষে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিমানবন্দরের যে ঘটনায় আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার একাধিক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বিমানবন্দরে দায়িত্বরতদের সঙ্গে হট্টগোল করতে দেখা যায় তাকে।



তিনদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরা গণমাধ্যমকর্মী আবুল কালাম বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। তিনি লিখেন, আজ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এয়ারপোর্টে লাগেজ পেয়েছি দেড়ঘণ্টা পর। এরমধ্যে একটি ছিল খোলা আরেকটি ভাঙা। আবুল কালামের এই পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এর দু'দিন আগে সৌদি আরব থেকে আসা যাত্রী মফিজুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিযোগ করে লিখেছেন, মাতৃভূমিতে ফিরেই ভোগান্তি শুরু। লম্বা জার্নি করে দেশে নামার পর লাগেজ পেতে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করতে

হয়েছে। লাগেজ পাবার পর ট্রলি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি ট্রলি পাই। সূত্রগুলো জানিয়েছে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ ও ট্রলি সংকটসহ নানা অব্যবস্থাপনার কারণে সেদিন আকতারুজ্জামান বিমানবন্দরে হট্টগোল করেন। ওই সময়ে ঢাকায় নামা একাধিক যাত্রী সেখানে অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগও জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমেও এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ভিডিও শেয়ার

করেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে নানা অব্যবস্থাপনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আকতারুজ্জামান। এর সঙ্গে একই ফ্লাইটে থাকা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চারজন এমপিও। ওইদিন মদিনা থেকে ঢাকায় আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় আসেন আখতারুজ্জামান ও জামায়াতে ইসলামীর ৩৪ জন প্রতিনিধিসহ অন্য যাত্রীরা। ইমিগ্রেশন শেষে লাগেজ সংগ্রহের জন্য আট নম্বর লাগেজ বেলট এলাকায় যান তারা। ওই সময়ে বিমানবন্দরে আগমনী যাত্রীর অতিরিক্ত চাপ থাকায় ট্রলি সংগ্রহে সাময়িক সংকট

সৃষ্টি এবং দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। মূলত এই সময় লাগেজ পেতে বিলম্ব এবং জমজমের পানি না আসাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার শুরু যা পর্যায়ক্রমে বিশৃঙ্খলা, হট্টগোলের পর্যায়ে যায়। ঘটনার সময় জামায়াত দলীয় সংরক্ষিত নারী এমপি মাহফুজা হান্নানের মেয়ে সিলেটের চিকিৎসক ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর ডা. ওরাকাতুল জান্নাত লাইভ করে পরিস্থিতি তুলে ধরেন। যা পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওরাকাতুল জান্নাতের বাবাও জামায়াত নেতা, তিনি সিলেটে দলীয় এমপি প্রার্থী হয়েছিলেন।

ওদিকে বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি গোষ্ঠী সাম্প্রতিক সময়ে অপপ্রচারও চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিছু দুষ্কৃতকারীরা যাত্রীদের ভোগান্তির পুরাতন কিছু ভিডিও নতুন করে ছড়িয়ে দিয়ে বিমানবন্দরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে। এ সংক্রান্ত অনেক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যাচাই বাছাই করে দেখা গেছে ভিডিওগুলো অনেক পুরাতন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুরনো ভিডিও দিয়ে বিমানবন্দরে যাত্রী হররানির নামে অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম.রশিদুজ্জামান মিল্লাত। মন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা করা হলে কঠোর শাস্তি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব সম্পন্ন করলে পুরস্কৃত করা হবে।

বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করেন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা বলছেন, বিমানবন্দরে সীমিত সক্ষমতা দিয়ে বড় সেবা দেয়ার কারণে কিছুটা ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সরঞ্জাম কম থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সেবা বিঘ্নিত হয়। এ ছাড়া কিছু কর্মকর্তারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য ইচ্ছাকৃত যাত্রীদের হররানি করেন। সহজ বিষয় অনেক সময় কঠিন করে তোলেন। স্বাভাবিক সময়ে ট্রলি সংকট হয় না। কিন্তু একসঙ্গে যখন বড় কয়েকটি ফ্লাইট নামে তখন ট্রলি সংকট তৈরি হয়। ইমিগ্রেশনের কিছু কর্মকর্তাও অনেক সময় যাত্রীদের ছোটখাটো বিষয়ে হররানি করেন।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: **07961 960 650**
Phone : **020 7650 7970**

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

SM BUILDING MAINTENANCE LIMITED
YOUR PROPERTY MAINTENANCE & REPAIR SPECIALISTS

Boiler Repairs & Servicing
New Boiler Installation
Unvented & Open Cylinders
Bathroom & Kitchen Installations
Plumbing & Drainage
Power Flushing & Heating Systems
Landlord Gas Safety Checks
Cooker & Washing Machine Fitting

CALL US TODAY!
07863 289758
FULLY INSURED • RELIABLE SERVICE • FREE QUOTATIONS

Our Services:

- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

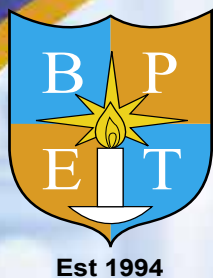
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

WINNER AAT Licensed Member of the Year 2017
ACCOUNTING TECHNOLOGY AWARDS 2017
AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649



BISHWANATH PROBASHI EDUCATION TRUST UK Election 2026

“We kindly ask for your vote, support, and prayers in the upcoming election.”

MISBAH – MOHABBATH – NASAR *Panel*



Misbah Uddin
Chairperson



Mohammad Mohabbath Sheikh
General Secretary



Nasar Ali (Lilu)
Treasurer



Azom Khan
Vice Chairperson



Akhlaqur Rahman
Vice Chairperson



Abdur Rahim Ronju
Assistant Secretary



Shah Nurul Alam Nahin
Assistant Secretary



Abul Hussain Mamun
Assistant Treasurer



Mohammed Douloth Hossain
Press & Publicity Secretary



Abdur Rob
Cultural Secretary



Shameem Ahmed
EC Member



Abdul Basith Rofi
EC Member



Aminur Rahman
EC Member



Ruhel Miah
EC Member



Muhit Miah
EC Member



Md Kamruzzaman
EC Member



Abdul Hamid
EC Member



Promoted by: Misbah-Mohabbath-Nasar Campaign Committee

ট্রাইব্যুনাালের শহীদ ইমনের মায়ের জবানবন্দি 'ছেলের লাশ পেয়েছেন, কাঁদতে পারবেন না, কাঁদলে লাশ গায়েব করে দেব'

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন রিকশাচালক ইমন। মা তাকে আন্দোলনে যেতে বারণ করলে তিনি বলেন, 'আমার বয়সী ছেলেদের কীভাবে মেরে ফেলছে; আমি কেন আন্দোলনে যাব না।' পরে আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন তিনি। তার লাশ বাসায় নিয়ে এলে আওয়ামী লীগের একজন কর্মকর্তা দিয়ে বলেন, 'ছেলের লাশ পেয়েছেন, কাঁদতে পারবেন না; কাঁদলে লাশ গায়েব করে দেব।' বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ শহীদ ইমনের মা কুলসুম বেগমের জবানবন্দিতে ঘটনার হৃদয়বিদারক বর্ণনা উঠে আসে।

জুলাই বিপ্লবে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলাম এবং ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে পঞ্চম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন তিনি।

জবানবন্দিতে শহীদ ইমনের মা কুলসুম বেগম বলেন, আমার বর্তমান বয়স ৪২ বছর। আমি শহীদ ইমনের মা। ইমনের বয়স ছিল ১৪ বছর। সে রিকশা চালাত এবং ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে যেত। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই ইমন

আন্দোলনে যায়। ওই দিন আমার মেয়ের ভাসুর গুলিতে মারা যায়। সেদিন রাতে কারফিউ জারি করা হয়। আমি আমার ছেলেকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করি। তখন সে শহীদ ইয়ামিন হত্যার একটি ভিডিও দেখিয়ে বলে, দেখছো আমার বয়সী ছেলেদের কীভাবে মেরে ফেলছে;



আমি কেন আন্দোলনে যাব না। জবানবন্দিতে শহীদ ইমনের মা বলেন, ২০ জুলাই বিকেল ৪টার দিকে ইমন তার বন্ধু নাইম ও শাহীনসহ বাসা থেকে বের হয়। আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে শাহীন বাসায় এসে আমার বড় ছেলে রাজীবকে জানান, ইমন গুলি খেয়েছে। তখন আমি, আমার স্বামী ও বড় ছেলে রাজীব এম জেড হাসপাতালের সামনে তেঁতুলতলার মোড়ে যাই। যাওয়ার

পথে দেখি চারদিক থেকে গুলি হচ্ছিল। এমনকি উপরের দিক থেকেও গুলি ছোড়া হচ্ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি আমার ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার জ্ঞান ছিল না। ছেলেকে এ অবস্থায় দেখে আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে জানতে পারি, আমি এবং

একপাশে গুলির চিহ্ন দেখতে পাই। তখন লম্বা চুলওয়ালা আওয়ামী লীগের একজন এসে ধমক দিয়ে বলেন, লাশ পেয়েছেন, কাঁদতে পারবেন না; কাঁদলে লাশ গায়েব করে দিব। জবানবন্দিতে শহীদ ইমনের মা বলেন, তখন আমার বড় ছেলে রাজীব একটি মসজিদে খাটিয়ার জন্য গেলে তাকে খাটিয়া দেওয়া হয়নি। অন্য একটি মসজিদে গেলে খাটিয়াসহ গোসল করানোর লোক এসে আমার ছেলেকে গোসল দেয়। তারপর তার জনাজা শেষে রাত ১১টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ছেলের লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। তখনও চারদিক থেকে গুলি ছোড়া হচ্ছিল। পথে তিন জায়গায় আওয়ামী লীগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন লাশ নিয়ে যেতে বাধা দেয়। আমি অনুরোধ করলে তিন জায়গা থেকেই ছাড়া পাই। পরদিন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে আমার ছেলের লাশ দাফন করা হয়।

তিনি বলেন, আমার ছেলের হত্যার জন্য শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, রাশেদ খান মেনন, কামরুল ইসলামদের দায়ী করি। এক পর্যায়ে সাক্ষী অঝোরে কাঁদতে থাকেন। ১৯ জুলাই কারফিউ না দিলে আমার ছেলে বেঁচে থাকত। আমি

অডিও ক্লিপটি ওসি রাকিবুলের নিশ্চিত ডিবি 'হাসিনার এ মাসেই আসা উচিত ছিল'

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : ক্ষমতাসূচ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফেরা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অডিও ক্লিপটি ক্যান্টনমেন্ট থানার সাবেক ওসি রাকিবুলের বলে নিশ্চিত হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার রাজধানীর মিস্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম একথা জানান। তিনি বলেন, আদালতের অনুমতি নিয়ে ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে তার কণ্ঠ শনাক্ত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা এবং সরকার, প্রশাসন ও পুলিশ সম্পর্কে কথোপকথনের একটি অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসি রাকিবুলকে প্রত্যাহার করে ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়।

রাকিবুলকে বলতে শোনা যায়, 'শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে আসছেন। কিছুই হবে না। রাস্তায় পুলিশের অবস্থা কতটা দুর্বল, তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তার এ মাসেই আসা উচিত ছিল ... তিনি এলে এই পুলিশ কিছুই করতে পারবে না।' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে

ডিবিপ্রধান শফিকুল বলেন, 'অডিওটির বিষয়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে সাবেক ওসি রাকিবুলের ভয়েস টেস্টের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। অডিওর কণ্ঠটি তারই।' তবে,



রাকিবুল কার সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং কেন এমন মন্তব্য করেছিলেন, তার তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি। ডিবিপ্রধান বলেন, 'সবকিছুই আমরা তদন্ত করে দেখছি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

অডিও ছড়িয়ে যাওয়ার পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাকিবুল এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৪-৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে পুলিশ। সেদিনই রাকিবুলকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে ২৮ সেপ্টেম্বর আদালত তার আরও ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS

We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request

গ্রেফতার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।

- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials

Emergency line: **07365 535 760**
Email: **general@lordandsolomon.com**

BENECO
financial services

1st time buyer Mortgage

**মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?**

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিষ্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার ও ইসলামিক শপ

- 7 DAYS সপ্তাহে ৭ দিন খোলা
- আমরা ভালো রেইটে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকি
- প্রতিদিন ইন্সটেন্ট ক্যাশ

বারাকাহ ইসলামিক শপ
এখানে বারাকাহ ইসলামিক শপে
বিশেষ অফার চলছে

- জোব £14
- ইহরাম : £14

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

TAKA RATE LINE:
020 7247 0800



Dr Tehseen Khan, GP and NHS London clinical advisor, answers your questions about your children and the flu vaccine.



Dr Tehseen Khan

“As a GP I know that thousands of children every year need hospital treatment because of flu. It is important that children have their flu vaccination ahead of winter to keep your child and your family protected against flu.

The children's flu vaccine helps protect against flu. It's offered to children aged 2 to 3 years, school-aged children (reception to year 11) and children with certain long-term health conditions.

Why do they give children the flu vaccine by nasal spray?

The nasal spray is the preferred vaccine for most children. It is quick and painless and may be better at reducing the spread of flu.

Does the nasal spray contain pork?

Yes. The nasal spray vaccine contains a highly processed form of porcine gelatine, which helps keep the vaccine effective during storage.

Is there a non-porcine alternative?

Yes. You can request the injectable flu vaccine instead. This is an inactivated flu vaccine and does not contain gelatine.

Does the injection work as well as the nasal spray?

Both vaccines provide good protection against flu.

What should I do to make sure my child has a flu vaccine without porcine?

You will receive a consent form letting you know that the child immunisation service is coming to their school.

It is very important that you do fill in the consent form and choose the **'injectable option because of porcine gelatine'** on the consent form.

Will the flu vaccine give my child flu?

Flu vaccines contain fragments of inactivated or weakened that **cannot** give your child flu. Flu vaccines do teach your immune system to recognise and respond to flu viruses in the future.

For more information go to

www.nhs.uk/vaccinations/child-flu-vaccine/

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

হাসিনা ভারতে বসে যা করছেন বাংলাদেশ থেকে হলে মোদি কী আসতেন

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে এখনো কোনো তারিখ চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সম্ভাবনার খবরও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই সফর বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সংলাপ ও কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। হুমায়ুন কবির বলেছেন, ভারতে বসে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, তা দুই দেশের মধ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরির পথে বড় বাধা।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে বে- অব বেঙ্গল কনভেনশন-২০২৬ এর সমাপনী দিনে বক্তব্য দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের আগে ঢাকার তরফে অনুকূল পরিবেশ তৈরির তাগাদা দেয়া হয়েছে। তবে এই পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগকে বড় বাধা হিসেবে দেখছেন হুমায়ুন কবির। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আশ্রিত শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলছেন এবং অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছেন, একই ধরনের পরিস্থিতি ভারতের ক্ষেত্রে তৈরি হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকা সফর করতেন কি না-এমন প্রশ্নও তুলেছেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, সহায়ক পরিবেশ আলোচনার মাধ্যমেই তৈরি করতে হবে। দুই দেশের

মধ্যে কূটনৈতিক চ্যানেলে কথাবার্তা এবং সম্পৃক্ততা রয়েছে। ফলে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলোর সমাধানে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ



আছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের আগে শীর্ষ পর্যায়ের সংলাপের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গেলে শীর্ষ পর্যায়ের সংলাপ হবে। তবে তার আগে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা করে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

ভারতে অবস্থান করে শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ডকে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দিল্লিতে বসে বাংলাদেশের

বিরুদ্ধে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয় গণমাধ্যমে নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, দিল্লি থেকে বাংলাদেশের খবর নেয়ার চেয়ে দেশ থেকে খবর নেয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী যখন ভারত সফরে যাবেন, তখন তিনি নিজেই ব্রিফিং করবেন। সাংবাদিকরাই প্রথম সেই খবর পাবেন। ভারত সফরের বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশের জন্য এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য যা ভালো, সেটিই করা হবে।

দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়েই এগোতে হবে। বিশেষ করে দুই দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্থিতিশীলতা তৈরির কোনো সুযোগ থাকা উচিত নয়। ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড চালানোকে তিনি দুই দেশের স্বাভাবিক সম্পর্কের পথে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন।

হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশে অবস্থান করে কেউ যদি ভারতের সরকারের বিরুদ্ধে একই ধরনের কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করে, বাংলাদেশও তা করতে দেবে না। একইভাবে ভারতও তাদের ভূখণ্ডে থাকা এমন ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে- এটাই স্বাভাবিক। দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কর্মসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন।

ফেসবুক পোস্টে চিকিৎসক

এখন থেকে প্রসববেদনা উঠলে সাংবাদিকদের কাছে যাবেন

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ ওঠার পর সাংবাদিকদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. খাইরাতুন হিমান কেয়া। তার ওই পোস্টকে ঘিরে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে ডা. কেয়া লেখেন, ‘আপনারা একটা কাজ করবেন, এখন থেকে ডেলিভারির ব্যথা উঠলে সাংবাদিকদের কাছে যাবেন। অথবা ব্যথা কেন উঠছে না, পানি কেন ভাঙছে-এই যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের কাছ থেকে নিয়ে উনাকেই বলবেন চিকিৎসক।’

নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পরপরই তার পক্ষ থেকে এমন মন্তব্য করা হয় বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি চৌদ্দগ্রামের খামার পুষ্করী গ্রামের প্রসূতি নাজমা আক্তারের সন্তান প্রসবের ঘটনায় ডা. কেয়ার বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ করেন স্বজনরা।

তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় নরমাল

ডেলিভারির চেষ্টা করা হলেও একপর্যায়ে নবজাতকের মৃত্যু হয়। পরে নবজাতকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান স্বজনরা। এ অবস্থায়



আশঙ্কাজনক প্রসূতি নাজমাকে কুমিল্লা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ডা. কেয়া সাংবাদিকদের বলেন, তিনি নরমাল ডেলিভারির চেষ্টা করেছেন।

রোগীর অবস্থা ভালো না থাকায় দ্রুত তাকে কুমিল্লায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নবজাতকের মৃত্যু ও মাথায় আঘাতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি রোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

LAWMATIC SOLICITORS

আপনি কি

IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION

সংক্রান্ত সমস্যা আছেন ?

দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন



ASADUZZAMAN



FAKHRUL ISLAM



SAYED HASAN



SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality
Family and Children
Personal Injury
Litigation
Property, Commercial & Employment
Housing and Homelessness
Landlord and Tenant
Welfare Benefits
Money Claim & Debt Recovery
Wills and Probate
Mediation
Road Traffic Offence
Flight Delay Compensation
Crime
Conveyancing

ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
পার্সোনাল ইনজুরি
লিটিগেশন
প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
হাউজিং ও হোমলেসনেস
ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
উইলস ও প্রবেট
মিডিয়েশন
রোড ট্রাফিক অফেন্স
ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
ক্রাইম
কনভেন্সিং

18 Tapestry Way,
London E1 2FJ

T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016

www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com



KUSHIARA

• Travel Agent • Money Transfer • Bureau De Change

OUR SERVICES

- ✈ Travels
- 📦 Cargo
- 💰 Money Transfer
- 🚚 Courier Service
- 🛫 International & Domestic Airline Tickets
- 🏨 Hotel Booking
- 🧳 Tour Packages
- 🚗 Airport Pickup & Drop
- 🛂 Passport Service

BANGLADESH OFFICE

📍 43/A, Block-2, Kumarpara, Sylhet
☎ Tel: 88 029 9770 0392
📞 M: 8801313-088874

WE ARE OPEN

7 DAYS A WEEK

10 am to 8 pm

AIRLINES:



Harun Miah
Managing Director

📍 319 Commercial Road
London E1 2PS
☎ 020 7790 1234

পরকীয়া প্রেমিক ও তার বন্ধুকে ডেকে স্বামীকে হত্যা পরিবার জানতো হৃদরোগে মৃত্যু

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুকে ‘হৃদরোগ’ বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রী। স্বজনরাও কান্নাকাটি করে নিখর দেহটি সমাহিত করেছিলেন কবরস্থানে। কিন্তু অপরাধের চিহ্ন যে চিরকাল চাপা থাকে না, তারই প্রমাণ মিলল মৃতের নিজের

ঘটনার দিন ইলমা তার বড় ভাই আকরামকে জানান, কাজ থেকে ঘরে ফিরে তালিব হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় চলে পড়েন তিনি এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে ভেবে কোনো

যুবকের সঙ্গে তালিবের তীব্র বাদানুবাদের চ্যাট দেখতে পান রইস, যেখানে তালিব স্পষ্টভাবে আমানকে তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ও কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। এই প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যরা ইলমাকে চাপ দিয়ে জেরা শুরু করতেই ভেঙে পড়েন তিনি এবং স্বামীকে ঠান্ডা মাথায় হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন।

স্বীকারোক্তিতে ইলমা দাবি করেন, পারিবারিক কলহের জেরে তালিব প্রায়ই তাকে মারধর করতেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এমনই এক বিবাদের পর ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরকীয়া প্রেমিক আমানকে ডেকে পাঠান। আমান তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে পৌঁছান। এরপর তিনজন মিলে তালিবকে বেদম মারধর করেন। একপর্যায়ে আমান গলার ওড়না (চুন্নি) পেঁচিয়ে স্বাস্রোধ করে তালিবের মৃত্যু নিশ্চিত করেন। হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিলে তালিবের মৃত্যুর পর তাকে বিয়ে করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমান।

কোতোয়ালি অঞ্চলের সার্কেল অফিসার (সিও) সখ্যাম সিং জানান, ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার কবর থেকে তালিবের মরদেহ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। অভিযুক্ত স্ত্রী ইলমাকে বর্তমানে পুলিশের কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে এবং ফরেনসিক ও ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত প্রেমিক আমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কঠোর আইনি



মুঠোফোনে লুকিয়ে থাকা একটি চ্যাটের মাধ্যমে। ভারতের উত্তর প্রদেশের মিরাত জেলায় পরকীয়া সম্পর্কের জেরে প্রেমিককে ডেকে এনে স্বামীকে পিটিয়ে ও ওড়না পেঁচিয়ে স্বাস্রোধে হত্যার রোমহর্ষক এ ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে এসেছে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে মিরাতের লোহিয়া নগর এলাকায়। নিহত যুবকের নাম তালিব (৩০)। চার বছর আগে পেশায় বিউটিশিয়ান ইলমার (২৭) সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং তাদের সংসারে তিন বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

ধরনের সন্দেহ ছাড়াই শোকাহত পরিবার ধর্মীয় রীতি মেনে তালিবের মরদেহ দাফন সম্পন্ন করে। তবে দাফনের কিছুদিন পর থেকেই পরিবারের লোকজনের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। গত ১ অক্টোবর তালিবের চাচাতো ভাই রইস তথ্য খোঁজার উদ্দেশ্যে ইলমার বাড়িতে যান। তালিবের ব্যবহৃত মুঠোফোনটি অনেক খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছিল না; ইলমা কৌশলে সেটি কাপড়ের স্তূপের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তবে তল্লাশি চালিয়ে রইস ফোনটি উদ্ধার করেন। ফোনটির মেসেজ ঘাঁটতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর সত্য। সেখানে আমান নামের এক

যুবদল নেতা গ্রেপ্তার-বহিষ্কার সাংবাদিকের পিতাকে তুলে নিয়ে চাঁদা আদায়

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : মুন্সীগঞ্জে সাংবাদিকের পিতাকে অপহরণ করে ২ লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে রাজীব হোসেন অপসহ উপজেলা যুবদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সোমবার মধ্যরাতে মুন্সীগঞ্জ সদর থানায় মামলা হয়। এরপর দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে চাঁদার ২ লাখ টাকা। অভিযুক্ত রাজীব হোসেন অপ

ভুক্তভোগী কাজী মামলাটি করেছেন। কাজীর দুই লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে রাজীব অপসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। সদর আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুরদানা রহমান তাদের জামিন নামঞ্জুর করে মঙ্গলবার বিকালে জেলহাজতে প্রেরণ করেন।



মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে তাদের দু’জনকে যুবদল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ভুক্তভোগী কাজীর নাম মো. হাবিবুর রহমান (৫২)। তিনি মুন্সীগঞ্জ শহরের কাটাখালী এলাকায় বসবাস করেন। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তসলিমউদ্দিন বলেন, চাঁদাবাজির ঘটনায় সোমবার দিবাগত রাত ১২টার পর রাজীব অপসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৪-৫ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী কাজী মো. হাবিবুর রহমান দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার মালটিমিডিয়া রিপোর্টার নাহিদ হাসানের বাবা।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগী সূত্র জানায়, তিনি দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে কাটাখালী এলাকায় কাজী হিসেবে নিকাহ পড়ানো ও বিবাহ নিবন্ধনের কাজ করে আসছিলেন। সোমবার দুপুর ২টার দিকে তিনি নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় রাজীব, স্বপনসহ কয়েকজন তিনটি মোটরসাইকেলে তার বাসায় এসে বিয়ে পড়ানোর কথা বলে প্রথমে কাজী অফিসে এবং পরে জোরপূর্বক মুক্তারপুরে নিয়ে যান। সেখানে একটি কক্ষে তাকে আটকে রেখে স্বপন দাবি করেন, তার স্ত্রী ইতি (২৫) গত ১লা অক্টোবর কাজী হাবিবুর রহমানের অফিসে বসে তাকে তালাক দিয়েছেন এবং তিনি ওই তালাক নিবন্ধন করেছেন।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আকৃিকার অর্ডার নেয়া হয়



WE ACCEPT
ALL MAJOR
CREDIT
CARDS

Open 7 days: 9am-till late
17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908





(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmd Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ব্যাটল অব কেবল স্ট্রিটের ৯০ বছর পূর্ব লন্ডনে ঘৃণা ও ফ্যাসিবাদের কোনো স্থান নেই

ইতিহাসের কিছু ঘটনা শুধু অতীতের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; সময়ের ব্যবধানে সেগুলো আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের কেবল স্ট্রিটে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, নব্বই বছর পরও তার আবেদন এতটুকু ম্লান হয়নি। বরং বর্তমান বিশ্বে বর্ণবাদ, বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতি নতুন নতুন রূপে সামনে আসায় কেবল স্ট্রিটের শিক্ষা আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

ব্যাটল অব কেবল স্ট্রিটের ৯০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৪ অক্টোবর রোববার টাওয়ার হ্যামলেটসে আয়োজিত স্মরণ কর্মসূচি সেই ঐতিহাসিক চেতনাকেই নতুন করে সামনে এনেছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের অংশগ্রহণে হোয়াইটচ্যাপেলে অনুষ্ঠিত পদযাত্রা ও স্মরণসমাবেশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর শতশত মানুষ অংশ নেন। তাদের উপস্থিতি ছিল একটি পরিষ্কার বার্তা-পূর্ব লন্ডনে ঘৃণা ও ফ্যাসিবাদের কোনো স্থান নেই। ১৯৩৬ সালের সেই দিনে ব্রিটিশ ইউনিয়ন অব ফ্যাসিস্টসের নেতা অসওয়াল্ড মোসলে ও তার ‘ব্ল্যাকশাট’ অনুসারীরা পূর্ব লন্ডনের ইহুদি অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে মিছিল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্থানীয় ইহুদি জনগোষ্ঠী, আইরিশ

শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নকর্মী, সমাজতন্ত্রী এবং বিভিন্ন পটভূমির সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের পথ রোধ করেন। তারা দেখিয়েছিলেন-মানুষ যখন বিভেদের উর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে দাঁড়ায়, তখন ঘৃণার রাজনীতি পরাজিত হয়। সেই প্রতিরোধের প্রতীকী াগান ছিল-দ্য শেল নট পাস”-“তারা অতিক্রম করতে পারবে না।” নব্বই বছর পরও এই াগান যেন পূর্ব লন্ডনের রাস্তায় নতুন অর্থে ফিরে এসেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানও এবারের স্মরণ আয়োজনে ইতিহাসের সেই বার্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, “আমাদের পূর্বসূরীরা ফ্যাসিস্টদের বলেছিলেন, ‘তোমরা এখানে আসতে পারবে না, তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না।’ তারা পারেনি। আজও আমরা একই কথা বলি-ফ্যাসিস্ট ও উগ্র ডানপন্থীদের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসে কোনো জায়গা নেই।”

এই বক্তব্য শুধু অতীত স্মরণের নয়; এটি বর্তমানের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা। আজকের টাওয়ার হ্যামলেটস একটি বহুজাতিক, বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক জনপদ। বাঙালি, সোমালি, ইহুদি, আইরিশ, আফ্রিকান, ক্যারিবীয় ও ইউরোপীয়সহ নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ এখানে পাশাপাশি বসবাস করছেন। মসজিদ, গির্জা, সিনাগগ, স্কুল, ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সংগঠন-সব মিলিয়ে এই বৈচিত্র্যই পূর্ব লন্ডনের পরিচয় এবং শক্তি।

কিন্তু বৈচিত্র্যের এই পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে শুধু উৎসব বা স্মরণসভা যথেষ্ট নয়। বর্ণবাদ, ইসলামোফোবিয়া, অ্যান্টিসেমিটিজম, অভিবাসীবিরোধী বিদ্বেষ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সমাজকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও বিভাজনমূলক প্রচারণা যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তা নতুন প্রজন্মের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

তাই কেবল স্ট্রিটের ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে এই ইতিহাস জানাতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তরুণদের জানতে হবে, আজকের বহুসাংস্কৃতিক পূর্ব লন্ডন হঠাৎ করে তৈরি হয়নি; এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, প্রতিবাদ এবং পারস্পরিক সংহতির ইতিহাস।

ব্যাটল অব কেবল স্ট্রিটের ৯০ বছর পূর্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত পরিচয় বা রাজনৈতিক মতপার্থক্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু ন্যায়, মানবিকতা এবং মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়।

সবাই পারলে বাংলাদেশ কেন পারবে না

ড. ইউসুফ খান

আমরা গর্ব করে বলি ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। নিজেদের দেশকে সেরা বললেও বাংলাদেশ বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর একটি। বিশ্বের সেরা বাদাবন সুন্দরবনের বাঘ ও চিত্রল হরিণের আকর্ষণে পর্যটকরা সাড়া দিতে চান না। কক্সবাজার বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দেখা যায় না বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। নয়নাভিরাম পার্বত্য তিন জেলা, সিলেট ও হাওড়-বাঁওড় পর্যটক আকর্ষণে বার্থ্য হচ্ছে। জিডিপিতে বিশ্বের ১৮৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে। এ বার্থ্যতার কারণ পর্যটনবান্ধব সুযোগসুবিধার অভাব। মধ্যপ্রাচ্যের মরু ধূসর ক্ষুদ্র দেশ বাহরাইনের সাফল্যও এ ক্ষেত্রে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের বাংলাদেশকে লজ্জা দেওয়ার মতো।

পৃথিবীটা বড়ই আজব। কত কিছুই না দেখার আছে, জানার আছে। আমরা তার কতটুকুই বা জানি, চিনি!!! তাই তো রবিঠাকুর বলেছেন, ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই-বা জানি, দেশে দেশে কত-না নগর, রাজধানী, মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিদ্ধ মরু, কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু রয়েছে গেল অগোচরে।’

চাকরির সুবাদে এমনি এক অজানা-অচেনা দেশ বাহরাইনে যাওয়ার সুযোগ ঘটে আমার। রেমিট্যান্স আহরণের জন্য খুব সজ্জবানময় একটি দেশ। বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যাও নেহাতই কম নয়। তবে অদক্ষ বা বা আধা দক্ষ বলে তাঁরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এমনকি নেপালিদের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছেন। ফলে কনস্ট্রাকশনের কাজেই বেশি নিয়োজিত, যেখানে রয়েছে হাড়ভাঙা খাটুনি। বেতনভাতাও কম। তাঁদের এ মানবেতর কষ্টের জীবন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

বাহরাইনের সব কর্মক্ষেত্রেই ভারতীয়দের আধিপত্য। কারণ তাঁদের বেশির ভাগ লোকই যেকোনো বিষয়ে দক্ষ এবং শিক্ষিত। তুলনামূলকভাবে যারা কম শিক্ষিত তাঁরাও ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাহরাইন ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। লোকসংখ্যা মাত্র ১৪ লাখ। তন্মধ্যে ৪০ শতাংশ প্রবাসী শ্রমিক। রাজধানী মানামা। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। মধ্যপ্রাচ্যের মান অনুযায়ী বাহরাইনে তেল উৎপাদন কম হলেও সৌদি আরব থেকে আমদানি করা অপরিশোধিত তেল পরিশোধনের মাধ্যমে দেশটি ধনী দেশে পরিণত হয়েছে। একসময় দেশটির বড় কোনো সম্পদ বা ভিত্তি ছিল না। তাদের অর্থনীতি এবং জীবিকা সম্পূর্ণভাবে মাছ ধরা ও মুক্তা শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ওই সময়টায় বাহরাইনি পুরুষ মানুষগুলো সমুদ্রে মাছ ধরা এবং মুক্তা খোঁজার কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকত। উল্লেখ্য তখন বাহরাইনের মুক্তা ছিল বিশ্বখ্যাত। এটিই ছিল তখন দেশটির আয়ের প্রধান উৎস। জেলে এবং ডুবুরিরা কাঠের ঐতিহ্যবাহী নৌকা নিয়ে মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতেন।

পার্বত্য তাঁরা কোনো আধুনিক সরঞ্জাম ছাড়াই সাগরের তলদেশে গিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করতেন, যা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পরে অবশ্য খনিজ তেল পাওয়ার পর বাহরাইনিদের এই পেশা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাহরাইনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মাছ ধরা এবং মুক্তা খোঁজা। মূলত এটিই তাদের জেলে জীবনের একটি অংশ। বর্তমানে বাহরাইন একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র হলেও তারা তাদের জেলে বা মুক্তা শিকারি পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। বাহরাইনিদের ধনী হওয়ার পেছনে সৌদি আরবের অবদান অনস্বীকার্য। বাহরাইন এবং সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক সব সময়ই সুদৃঢ় ও ভাতৃত্বপূর্ণ। এই দীর্ঘস্থায়ী গভীর সম্পর্কের অন্যতম কারণ হলো, এই দেশ দুটি শুধু যে একে অপরের প্রতিবেশী তাই নয়, ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ কিং ফাহাদ কজওয়ে ব্রিজ দ্বারা সরাসরি সংযুক্তও বটে। যার ফলে এটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিদিন ট্রাকে করে সৌদি আরব থেকে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বাহরাইনে আসে, যা তাদের বাজারকে সচল রাখে। এ ছাড়া বাহরাইনের অর্থনীতি বিশেষ করে তেল পরিশোধন এবং পর্যটন খাতে সৌদি আরবের রয়েছে বিশাল বিনিয়োগ। অর্থাৎ সৌদি আরব বাহরাইনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। যখনই বিশ্বের কোনো খারাপ দেশকে নিয়ে কথা ওঠে তখনই আমাদের মাথায় আসে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস ও ব্রাজিলের কথা। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার পরও বাহরাইন ভোগবাদিতার দিক থেকে ব্যাংকক, লাস ভোগাসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অনেকে দেশটিকে পাপের কারখানাও বলে। অফিশিয়ালি কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনুমোদন না থাকলেও রাতের আঁধারে সবই চলে দেদার। দেশটিতে হারাম-হালালের কোনো বালাই নেই। বেশির ভাগ মুসলিম দেশে নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ থাকলেও বাহরাইনে ঠিক তার উলটো। এমন কোনো হোটেল-মোটেল নেই, যেখানে সুন্দরী কলগার্লের পদচারণ নেই। বেশির ভাগ হোটেলেই রয়েছে মেসেজ পারলার। আবার এই মেসেজ পারলারগুলোর আড়ালেই রয়েছে অনৈতিক ব্যবসা, যা দেশটির প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে। বিনোদনের সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে বিধায় দিনদিন পর্যটকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাহরাইনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ করে সৌদি আরবের ধনাত্মা যুবকদের আনাগোনাই বেশি লক্ষণীয়। এ রাজতন্ত্রের দেশে ইসলামের কঠোর অনুশাসন থাকলেও পাশাপাশি রয়েছে পশ্চিমা দেশের অনুকরণে নাইট ক্লাব, বার, ডিসকো ক্লাব যেখানে সুন্দরীদের ভিড় থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। প্রতিবেশী দেশগুলোর বিত্তবান যুবকরা হলিডে উপলক্ষে আমোদফুর্তি করার জন্য বেশি ভিড় জমায়। তখন কোনো হোটেলে থাকে না তিলধারণের ঠাঁই। অনেকেই আবার আনন্দ উপভোগের জন্য আগে থেকেই মাসিক ভিত্তিতে প্রমোদ হাউস ভাড়া নিয়ে রাখেন, যাতে হোটেল বুকিংয়ের ঝামেলা না হয়। বেশির ভাগ বাহরাইনি আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে অভ্যস্ত। সম্পদশালী হওয়ায় একাধিক স্ত্রী থাকা কোনো ব্যাপার নয়। শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে থাকলেও এখনো তারা মেয়েদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করে। ও দেশের মেয়েরা ঘরের বাইরে হিজাব বা বোরকা পরে চলাফেরা করলেও প্রায় সবাই বোরকার নিচে স্কাট পরে। অর্থাৎ পর্দার আড়ালে তারা পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত। সৌদি আরব ও বাহরাইনের মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। বিশেষ করে কিং ফাহাদ কজওয়ে ব্রিজ দেশ দুটিকে সংযুক্ত করাতে আরও সুবিধা হয়েছে। নারী, মদ, অ্যালকোহল ও জুয়ার জন্য সৌদিবাসীর কাছে বাহরাইন খুব পছন্দের জায়গা। সৌদি আরব থেকে এখানে এসে তারা রাতভর

মদপান করে এবং মদ্যপ অবস্থায় ফেরার পথে কজওয়ে ব্রিজে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায়। এ কারণে কিং ফাহাদ কজওয়ে ব্রিজটি ‘ব্লাড বর্ডার’ নামে পরিচিত।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখনো বহু লোক দারিদ্রাসীমার নিচে বসবাস করে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আজ প্রবাসের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। বর্তমানে বাহরাইনে প্রায় ৮ হাজার নারী হাউসমেইড হিসেবে কর্মরত। বাহরাইনিরা একাধিক নারী ভোগে অভ্যস্ত বিধায় এসব হাউসমেইডের অনেকে ক্রমে ক্রমে তাদের লালসার শিকার হন। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে এদের অনেকেই আবার নাইট ক্লাব বা হোটেলে দেহব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি বাহরাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য লজ্জাজনক হলেও এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও লাভ হয়নি। কারণ যাদের আশ্রয়ে তারা এ অনৈতিক কাজগুলো করে থাকে তারা ও দেশের মাফিয়া চক্রের লোক। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো বাহরাইনেও বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি নারী কর্মী কর্মরত, যারা মূলত গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নাকর্মী, তৈরি পোশাক খাত এবং বিভিন্ন সেবা খাতে কাজ করছেন। যদিও পুরুষ কর্মীদের তুলনায় তাঁদের গড় আয় কম, তবু তাঁরা নিয়মিত এবং সততার সঙ্গে তাঁদের উপার্জিত অর্থের সিংহভাগ বৈধ ও অবৈধ চ্যানেলে দেশে পাঠান। হাউসমেইডরা অনেক সময় প্রথাগত ব্যাংকিব্যবস্থা সম্পর্কে কম জানেন বা তাঁদের ছুটি কম থাকে। ফলে তাঁরা অনেক সময় স্থানীয় দালাল বা আনানুষ্ঠানিক মাধ্যম (হুভি) ব্যবহার করে দেশে টাকা পাঠাতে বাধ্য হন। মোদাা কথা বাহরাইন থেকে নারী কর্মীদের রেমিট্যান্স প্রেরণ দেশের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তা আজ অনস্বীকার্য। বাহরাইনের যিনি রাজা, তাঁর নাম হামাদ বিন ইসা আল খলিফা। বসবাসের জন্য প্যালেস রয়েছে ১২টি। সেগুলো কোথায়, তা কেউ জানে না। কোনো কোনোটি মরুভূমির মধ্যেও অবস্থিত বলে ধারণা করা হয়। তিনি কখন কোন প্যালেসে থাকবেন-এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

ও দেশের যে জিনিসটি দেখে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি তা হলো, ধু-ধু মরুভূমির ঠিক মাঝখানে একটি বিশাল রহস্যময় গাছ যা বছরের পর বছর ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটি ‘ট্রি অব লাইফ’ নামে খ্যাত। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। কোথাও এতটুকু মাটি বা পানির চিহ্ন নেই। অথচ গাছটি দিবাি বেঁচে আছে। শুধু কি তা-ই? এর বয়সও নাকি ৪০০ বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ কোনো পরিবর্তন নেই। একই রকম রয়ে গেছে। পানিশূন্য মরুভূমিতে কী করে গাছটি এত বছর বেঁচে আছে, তা এক রহস্যই বটে। খটখটে মরুভূমির বুকে বৃষ্টিহীন পরিবেশে এতে নিয়মিত পাতা গজাচ্ছে। কী অদ্ভুত, অলৌকিক ব্যাপার!!! এই দৃশ্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে বিস্মিত করে আসছে। প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শনার্থী ও পর্যটক গাছটি দেখতে ভিড় করেন। বাহরাইনে বাংলাদেশের জন্য একটি চমৎকার জনশক্তি রপ্তানির বাজার গড়ে উঠছে। দেশটিতে প্রাচুর্যের অভাব নেই বিধায় রাস্তাঘাট ও দালানকোঠা নির্মাণসহ আরও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রতিদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানির এ সজ্জবানময় বাজারের প্রতি আমাদের আরও যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। পর্যটন ক্ষেত্রে বাহরাইন এগিয়ে যাওয়া দেশ। বাংলাদেশকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীতে অন্য সব দেশ পর্যটন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারলে আমরা কেন পারব না।

কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান বাবলুকে এভারগ্রীন ক্লাব ইউকের সংবর্ধনা

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আইল্যান্ড গার্ডেন ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর, মেয়রাল অ্যাথাসেডর এবং সিলেট নগরীর বোরবোরী পাড়ার কৃতি

অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন রফিকুল্লী চৌধুরী সাকি। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান বাবলুকে ফুলেল শুভেচ্ছা

জনপ্রতিনিধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, কমিউনিটির বিভিন্ন প্রয়োজন এবং এলাকার উন্নয়নে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হয়। তাঁরা কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান বাবলুর সফলতা কামনা করে জনগণের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সংবর্ধিত অতিথি কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান বাবলু এভারগ্রীন ক্লাব ইউকের আয়োজক ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগায়। সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আন্তরিক পরিবেশে আয়োজিত এ সংবর্ধনা তাঁর জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে এভারগ্রীন ক্লাব ইউকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আখতার চৌধুরী বাবলু, রূপক আহমেদ, ইমরান চৌধুরী, এজাজ সোবহান ইমু, মো. এনামুল হাসান, মাওলানা আশরাফ খান, শায়রুল আহমেদ স্বপন, আহসান সাদিক, মুশফিক আহমেদ শাফি, রিফাত খান অপু, রফিউল ইসলাম চৌধুরী, মাসুদ, রেদোয়ান আহমেদসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও আনন্দঘন পরিবেশে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



সন্তান সাদিকুর রহমান বাবলুকে সংবর্ধনা দিয়েছে এভারগ্রীন ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সংস্থা ইউকে। প্রবাসে বসবাসরত বোরবোরী পাড়ার পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় আনন্দঘন মিলনমেলায়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এভারগ্রীন ক্লাব ইউকের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এভারগ্রীন ক্লাব ইউকের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ফাহিমের সভাপতিত্বে

ও সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত অতিথিরা তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং নতুন দায়িত্বে সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অ্যাসপায়ার পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয় অর্জন সাদিকুর রহমান বাবলুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তাঁর এ সাফল্য বোরবোরী পাড়া ও বৃহত্তর কমিউনিটির জন্যও আনন্দ ও গর্বের বিষয়। নতুন দায়িত্বে তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান রেখে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

বক্তারা আরও বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে একজন

লন্ডনে জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব লন্ডনের ইলফোর্ডে সেমিনারের আয়োজন করেছে আডভোকেসি ফর গ্রিন এনার্জি। গত ৩ অক্টোবর শনিবার, ক্র্যানব্রুক ব্যাপিস্ট চার্চ-এর অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সাদিদ ও আরাফ আহমেদ। সেমিনারের বিভিন্ন পর্বে আলোচকদের পরিচয় করিয়ে দেন মেডিকেল শিক্ষার্থী নাবিহা, সৈয়দা সুবর্ণা, রিমঝিম আহমেদ ও সৈয়দা ফিলজা। সেমিনারের পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণে জলবায়ু ও পরিবেশবিষয়ক সংগীত পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। কাজী



সংগঠনের প্রধান সংগঠক সৈয়দ ইকবালের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। সেমিনারে মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহান, অধ্যাপক শাহাদুজ্জামান, ব্যারিস্টার আল মোস্তাকিম ও ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব, জনস্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এ সংকট মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহ এবং নেপালে বরফধসের ঘটনায় প্রাণহানির প্রেক্ষাপটে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সৈয়দা তামান্না।

অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন সাহাব আহমেদ, মোস্তফা কামাল মিলন, তাহর

কল্পনার পরিচালনায় পরিবেশবিষয়ক গানের আসর অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এ ছাড়া শিশুদের জলবায়ুবিষয়ক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং শিশুদের গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুবিষয়ক কর্মশালা সম্পর্কে আলোচনা করেন হারিপ্রিয়া। শিশুদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। আলোচনা, সংগীত ও শিশুদের পরিবেশবিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয়ে আয়োজিত এ সেমিনারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যক্তি ও সমাজের সচেতন ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



HAMLET ACCOUNTANTS

Chartered Certified Accountants & Tax Advisers



Our Services:

- Limited Company Accounts
- Self Assessment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

266-268 Bethnal Green Road
London E2 OAG

info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk

Call us today:
020 3720 0406

Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

***Special discount for Minicab and Small businesses**

***FREE Tax and Business Consultancy Services**





বাফেট

৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

£15.99

ফিফ্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

**৬০ ও ৩৫
জনের ২টি
প্রাইভেট রুমসহ
২০০ সিট**



For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB



Islamic & English Nikah Registered Kazi, London

ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিস্টার্ড কাজী, লন্ডন



মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সাটিফিকেট এবং ডিভোর্স সাটিফিকেট প্রদান করা হয়।

Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ

উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওয়ায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিঙ্গাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।

UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33




লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্জ উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।




কাজী মাওলানা শামসুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন

প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে

Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk



ঐতিহাসিক ‘ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট’র ৯০তম বার্ষিকী

পূর্ব লন্ডনে শতশত মানুষের পদযাত্রা, স্মরণসমাবেশ

ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব লন্ডনের সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ঐতিহাসিক ঘটনা ‘ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট’-এর ৯০তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে নানা আয়োজনে। রোববার ৪ অক্টোবর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ক্যাবল স্ট্রিট নাইনটি (সিএস৯০) অর্গেনাইজিং কমিটি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিটি সংগঠন এবং শত শত মানুষের অংশগ্রহণে স্মরণসভা, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবর ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার অসওয়ালড মসলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইউনিয়ন অব ফ্যাসিস্টদের পরিকল্পিত মিছিল প্রতিহত করতে স্টেপিনি ও পূর্ব লন্ডনের হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। শ্রমিক, ইহুদি, আইরিশ, বাঙালিসহ বিভিন্ন কমিউনিটি ও ট্রেড ইউনিয়নের মানুষ একজোট হয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা ‘ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট’ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক এই প্রতিরোধ আজও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

নব্বইতম বার্ষিকী উপলক্ষে রোববার দুপুর ১২টায় হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলের সামনে সমবেত হন অংশগ্রহণকারীরা। দুপুর ১টায় সেখান থেকে ঐতিহাসিক কেবল স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু হয়। পরে সেন্ট জর্জেস গার্ডেনসে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মূল স্মরণসমাবেশ।

পদযাত্রায় অংশ নেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, জেরিমি করবিন এমপিহ স্থানীয় কমিউনিটি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, ইতিহাসবিদ এবং বিভিন্ন প্রজন্মের বাসিন্দারা।

সেন্ট জর্জেস গার্ডেনসের সমাবেশে বক্তৃতা, সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক প্রতিরোধের স্মৃতি তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, “৯০ বছর আগের সেই এক্যের শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। ঘৃণা, বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নিতে হবে।”

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “কেবল স্ট্রিট আমাদের যৌথ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মনে করিয়ে দেয়, ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিটির মানুষ যখন ঘৃণা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে একত্রিত হন, তখন তাঁরা কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন। ৯০ বছর পরও সেদিনের সাহসী মানুষদের স্মরণ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।”



তিনি আরও বলেন, “বিভিন্ন পটভূমির মানুষের অবদানে গড়ে উঠেছে আজকের টাওয়ার হ্যামলেটস। বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বরোর অন্যতম শক্তি। সর্বশেষ রেসিডেন্ট সার্ভের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বরোর ৯১ শতাংশ বাসিন্দা মনে করেন, বিভিন্ন পটভূমির মানুষ তাঁদের স্থানীয় এলাকায় ভালোভাবে একসঙ্গে বসবাস করছেন।”

সিন্টি-রোমা হলোকাস্ট স্মরণ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন ড্যানিয়েলা আব্রাহাম। স্বাধীনতা ট্রাস্টের জুলি বেগম বাঙালি কমিউনিটির কাছে কেবল স্ট্রিটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, “এই ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব লন্ডনের বাঙালিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঐক্য ও সম্মিলিত প্রতিরোধের ইতিহাসের সঙ্গে

গভীরভাবে সম্পর্কিত।”

এ ছাড়া ঐতিহাসিক কেবল স্ট্রিটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও পদযাত্রার পথের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন ইতিহাসবিদ ডেভিড রোজেনবার্গ।

অনুষ্ঠানে ক্যাবল স্ট্রিট নাইনটি (সিএস৯০) অর্গেনাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে অ্যালেক্স গর্ডন, মেরি ডেভিস ও ডেভিড রোজেনবার্গ প্রতিনিধিত্ব করেন। জনসভায় স্বাগত বক্তব্য দেন টাওয়ার

‘দ্য ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট’ প্রদর্শনী

টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্টোরি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার দুর্লভ আলোকচিত্র, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, পোস্টার, পুস্তিকা ও বিভিন্ন সংরক্ষিত নথি। এতে ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবরের ঘটনাপ্রবাহ, পূর্ব লন্ডনে ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

প্রদর্শনীটি ১ অক্টোবর থেকে ২৭৭ ব্যাংক্রফট রোড, লন্ডন ইওয়ান ফোরডিকিউ-তে শুরু হয়েছে এবং পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

‘এ বরো বিলড বাই নিউকামার্স’ প্রদর্শনী

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হল আয়োজিত দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে বারার দীর্ঘ অভিবাসন ও কমিউনিটি গঠনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। হুগেনট শরণার্থী, ইহুদি অভিবাসী এবং বাঙালি কমিউনিটিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন, বসতি স্থাপন এবং বরোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁদের অবদান প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

প্রদর্শনীটি ১ অক্টোবর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হল, ৬০ হোয়াইটচ্যাপেল রোড, লন্ডন ইওয়ান ওয়ানবিজে-তে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

এদিকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে কাউন্সিলের ‘নো প্লেস ফর হেট’ প্রচারণায় অংশ নেওয়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র’স ফুটবল কাপ ২০২৬ সম্পন্ন

৭৩টি দলে প্রায় এক হাজার খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : টাওয়ার

হ্যামলেটসের ভূমূল পর্যায়ের ফুটবলকে উৎসাহিত করতে আয়োজিত মেয়র’স ফুটবল কাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন হয়েছে। দুই সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় ৭৩টি দলে প্রায় এক হাজার খেলোয়াড় অংশ নেন। উন্মুক্ত পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আক্সুরি অল স্টারস। ফাইনালে স্টেপনি ইয়ুথের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও দূর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ৩-১ গোলে জয় পায় তারা। নারী বিভাগে গত বছরের রানার্সআপ লেডিস ইস্ট এন্ড একাডেমি এবার টাওয়ার হ্যামলেটস উইমেনসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগের ফাইনালে ভ্যালাস ও ওয়ান গোলের ম্যাচ নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হলে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জয় পায় ভ্যালাস। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ফ্রন্টলাইন কমিউনিটির দুই



দল ব্যাক ও গোল্ড মুখোমুখি হয়। ম্যাচে ৪-০ গোলে জয় পায় ফ্রন্টলাইন ব্যাক। তবে ম্যাচটি শুধু শিরোপার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। এবারের গ্রীষ্মে মিলওয়াল ডকে মর্যাদাত্বভাবে প্রাণ হারানো ফ্রন্টলাইন কমিউনিটির তরুণ অধিনায়ক

বান্টি সিল্লাহর স্মরণে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগের দিন অনুষ্ঠিত জুনিয়র বিভাগের ফাইনালগুলোতেও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই। জুনিয়র বিভাগে ভ্যালাস তিনটি শিরোপা জিতে নেয়।

লন্ডনে পাঞ্জেরী প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ ও অনলাইন বুকশপের উদ্বোধন

লন্ডনে পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের পাঠ উন্মোচন এবং একটি অনলাইন বুকশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির পিন্ডার স্টুডিওতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব উর্মি মায়হারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কবি শামীম আজাদের নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থ (প্রথম



ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং কবি-কথাসাহিত্যিক মিলটন রহমানের উপন্যাস অগ্নি সারসেরা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল হাসান শায়ক গ্রন্থগুলোর ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অগ্নি সারসেরা ভূগমূল থেকে বৈশ্বিক রাজনীতির দিকে যাত্রার এক ইতিহাস। নতুন রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনৈতিক দর্শনের সন্ধানে ছুটে চলা এক তরুণের গল্প এতে উঠে এসেছে।

শামীম আজাদের কাব্যগ্রন্থদ্বয় নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ফারুক আহমদ রনি। তিনি বলেন, “শামীম আজাদ কেবল বিলেতের নন, তিনি বিশ্ববাংলা ও বিশ্বের কবি। তাঁর কবিতায় মানুষের জীবন, সংগ্রাম ও মানবিকতার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে।”

আলোচনায় অংশ নিয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান বলেন, শামীম আজাদ ও মিলটন রহমানের গ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যে নতুন ও অভিনব সংযোজন। বাংলা

সমর দাস, নজরুল ইসলাম অকিব ও স্মৃতি আজাদ। অন্যদিকে মিলটন রহমানের অগ্নি সারসেরা উপন্যাস থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেন বাচিকশিল্পী মুনিরা পারভীন, আনিকা তাসনিম তাপসী এবং রিনা দাস। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আইডিওগ্রাম ও পিবিএস বুকসের যৌথ উদ্যোগে একটি অনলাইন বুকশপের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় আইডিওগ্রামের কোঅর্ডিনেটর সেলিনা শেলী জানান, ব্রিটেন ও ইউরোপের পাঠকরা এখন থেকে ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইমেইল কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে বই কিনতে পারবেন। একই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিবছর ব্রিটেন ও ইউরোপের লেখকদের গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। পিবিএস বুকসের পক্ষ থেকে কামরুল হাসান শায়ক বলেন, এই অনলাইন বুকশপের মাধ্যমে ব্রিটেনসহ ইউরোপের পাঠকরা পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকাশকের বই সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্র আবশ্যক

বয়স ২৯। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। লিডস ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস অ্যানালিটিক্স এন্ড ফাইন্যান্স-এ গ্রাজুয়েট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণরত এবং ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমস এনালিস্ট হিসেবে স্থানীয় হাসপাতালে চাকরিরত। ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সিলেটি পরিবারের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, ভালো চাকরিরত ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্র আবশ্যক।

Contact: 07804 555 235 | (WhatsApp Message only)

পাত্র আবশ্যক

বয়স ২৭। উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে বায়োমেডিক্যাল সাইন্সে বি.এসসি ডিগ্রিধারী এবং এনএইচএস-এ জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কর্মরত, পূর্ব লন্ডনে বসবাসরত সুন্দরী, ফর্সা, ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সিলেটি পরিবারের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, ভালো চাকরিরত, ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্র আবশ্যক।

Contact: 07804 555 235 | (WhatsApp Message only)

সরোয়ার আলমগীর এমপিকে ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের গণসংবর্ধনা

চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের সংসদ সদস্য সরোয়ার আলমগীরের লন্ডন সফর উপলক্ষে গণসংবর্ধনা দিয়েছে ফটিকছড়ি কমিউনিটি



আজমল করিম জুয়েল। পরে ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি আখতারুল আলম। তিনি ইউকে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার লন্ডনের একটি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফটিকছড়ির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন। ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সলিসিটর জাগীর আলম। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি শেখ নাসির ও জয়েন্ট সেক্রেটারি সরওয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সহসভাপতি

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফটিকছড়ির প্রবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য এবং দেশের মানুষের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে সরোয়ার আলমগীর বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসীরা বাংলাদেশের জন্য অনন্য অবদান রেখেছেন। এখনো তারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। তিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে বিমানবন্দরে হয়রানি ও জমিজমা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতি

ইউকের সাবেক চেয়ারপার্সন নাজিম উদ্দিন, গ্রেটার চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক এবং জেইন গ্লোবালের ডাইরেক্টর সাজ্জাদুল ইসলাম। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের নেতৃবৃন্দসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সরোয়ার আলমগীর এমপির সন্তান সাইফ হোসেন তানবির, সহসভাপতি আলী রেজা, ট্রেজারার এমদাদ হোসেন, সৈয়দ রাসেল, ওয়াহিদ পারভেজ, জয়নাল আবেদীন, মীরা বড়ুয়া, মোহাম্মদ আলম, আলতাফ চৌধুরী, সাইফুল আজম, ইয়াসিন আলতাফ, নিগাত সুলতানা, ব্যারিস্টার ইকবাল আলম, ড. আব্দুল আজিম শাহ, কোরবান আলী, বখতিয়ার উদ্দিন, দীল মোহাম্মদ, শাহীন চৌধুরী, মনির মাহমুদ, সুজন বড়ুয়া, ওসমান ফয়সাল, সেলিম হোসেন, শওকত আকবর, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ফটিকছড়ির উন্নয়ন, প্রবাসীদের সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (৫ অক্টোবর) রমফোর্ডের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আব্দুল শকুর আহমেদ। সভা পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি সুলতান আহমেদ ও জয়েন্ট সেক্রেটারি দুলাল আলম।



শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আনোয়ার হোসেন রব্বানী। পরে স্বাগত বক্তব্য দেন সভাপতি আব্দুল শকুর আহমেদ। এরপর জেনারেল সেক্রেটারি সুলতান আহমেদ ও ট্রেজারার মনোয়ার আহমেদ তাদের নিজ নিজ রিপোর্ট ট্রাস্টিদের সামনে উপস্থাপন করেন। রিপোর্টের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের ট্রাস্টি ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট সালেহ আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল আলিম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলার শাফি আহমেদ, সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর সালেহ আহমেদ সেলিম, ট্রেজারার রওশন উদ্দিন, মাহবুব আলম, মঈনুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম, মো. মাহবুব আলম, গুলজার হোসেন, ফরিদ উদ্দিন, আবুল আজাদ সাবুল ও আবুল ফাওয়াহ। বক্তারা বলেন, বৃহত্তর দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে

নিজ নিজ এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী ও নতুন প্রজন্মের কাছে এলাকার ঐতিহ্য তুলে ধরতে হবে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিজ এলাকার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে। আর তখনই ট্রাস্টের কার্যক্রমের সফলতা আসবে। প্রথম পর্ব শেষে দ্বিতীয় পর্বের জন্য পাঁচজন ট্রাস্টি - সালেহ আহমেদ, রওশন উদ্দিন, ফরিদ উদ্দিন, আবুল আজাদ সাবুল ও গুলজার হোসেনকে নতুন কমিটি নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া

হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথা অনুযায়ী তারা ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কমিটি নির্বাচনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর আগে অনারারি ট্রাস্টি শিবির আহমেদ, অনারারি ট্রাস্টি বদরুল হক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের ৩১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনকে সভাপতি, আব্দুল আলিম হাকিমকে সেক্রেটারি এবং আবুল ইয়াসিন ফাওয়াহকে ট্রেজারার মনোনীত করা হয়েছে। নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন বলেন, 'আমার প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে বৃহত্তর দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সদস্যরা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি যথাযথ সম্মান ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে পালন করব। আগামী প্রজন্ম যাতে এই ট্রাস্টকে আরও গতিশীল ও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাব।'

পড়াইতে চাই

Want to teach

Year 1 to GCSE, Maths and English

Expert and more than 15 years experience in teaching.

Extra care will be taken for inattentive students.

Please contact: Sadath Al Mamun

GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons) LL.M (First Class First)

Contact: Phone: 07817 922 277

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২ | লম্বা, স্লিম | সুদর্শন | উচ্চশিক্ষিত

প্রফেশনাল ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য
অবিবাহিত/শার্ট ডিভোর্সড/ব্রিটিশ/নন-ব্রিটিশ/
স্টুডেন্ট, ভিজিটর অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী
পাত্রী আবশ্যক।

♥ নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজাভেটিভ পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়।

♥ শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

সুন্দর একটি জীবনের সহযাত্রী চাই

E: sayfuzzamandulal@gmail.com **07804 555235**
WhatsApp message only

Kowaj Jewellers

020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

Highly renowned and well-established name in the world of jewellery

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান

বিয়ে, এনগেজমেন্ট, ঈদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা প্রিয়জনের জন্য বিশেষ উপহার খুঁজছেন?

চলে আসুন **খোঁয়াজ জুয়েলার্সে**—
গুণগত মান, বিশ্বস্ততা ও আস্থার সঙ্গে
আমরা আছি আপনার পাশে।

Founded by Late Alhaj Mohammed Kowaj Ali Khan

310 Bethnal Green Road London E2 OAG Tel: 020 7729 2277 Mob: 07885 546 711

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে'র সফল বার্ষিক চ্যারিটি ডিনার অনুষ্ঠিত

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে গত ৩ অক্টোবর লন্ডনের একটি অভিজাত হলে সফলভাবে তাদের বার্ষিক চ্যারিটি ডিনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী এবং সংগঠনের শুভানুধ্যায়ীসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির ৩৫০ জনের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের সোশ্যাল সিকিউরিটি ও ডিজিটালিটি বিষয়ক মন্ত্রী স্টিফেন টিমস এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে'র সেক্রেটারি ডা. এ. আজিজ। তিনি বাংলাদেশে সংগঠনটির চলমান বিভিন্ন মানবিক ও দাতব্য কার্যক্রম তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে'র প্রেসিডেন্ট ডা. মো. জিয়াউল হক। তিনি সংগঠনটির দীর্ঘদিনের মানবিক কার্যক্রমের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন,



১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ বিভিন্ন দাতব্য উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ডা. জিয়া বলেন, বিশেষ করে গত দুই বছরে সংগঠনটি স্বাস্থ্যসেবা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর অন্যতম প্রধান উদ্যোগ হলো মোবাইল ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় নারীদের স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা হচ্ছে, যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা যায় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতালের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চক্ষু শিবিরের আয়োজন ও সহায়তা করে আসছে। এসব ক্যাম্পে সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা এবং দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে-যাদের অনেকের পক্ষেই নিজ খরচে এ চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না।

স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সংগঠনটি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করছে। একই সঙ্গে স্পনসরশিপ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে অসহায় পথশিগুদের জীবন পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছে।

ডা. জিয়া সংগঠনের এসব মানবিক কার্যক্রম বাংলাদেশের

আরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে সবার অব্যাহত সহযোগিতা ও সমর্থনের আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্যার স্টিফেন টিমস এমপি ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে'র মানবিক ও দাতব্য কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী সংগঠনটিকে সহযোগিতা করার আহ্বান প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইজদানি খান এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডা. মো. জিয়াউল হক নির্বাহী কমিটির সদস্যদের অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সংগঠনের কার্যক্রমে তাঁদের নিষ্ঠা, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অবদানের স্বীকৃতি জানান।

ডা. এম এ আউয়াল বাংলাদেশে সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন নিয়ে একটি তথ্যবহুল প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। এরপর সুলতান আহমেদ ও ডা. মো. জিয়াউল হক যৌথভাবে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান পরিচালনা করেন। উপস্থিত অতিথিরা সংগঠনের চলমান ও ভবিষ্যৎ মানবিক প্রকল্পগুলোকে এগিয়ে

নিতে উদারভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। দাতাদের মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি ও মানবিক কাজে অন্যদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কয়েকজন উদার দাতাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। এটি আয়োজন করেন সলিসিটর ইমতিয়াজ হোসাইন, খাদিজা নাসিম ও ডলি আজিজ, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের সমাপনীতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্যারিস্টার সাজ্জাদ হোসেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আরিফ কাজী। তাঁরা প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, দাতা, স্পনসর, নির্বাহী কমিটির সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং অনুষ্ঠানটি সফল করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখা সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এই সফল বার্ষিক চ্যারিটি ডিনার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য, উদারতা ও মানবিক অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে'র সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় অঙ্গীকার আবারও তুলে ধরে। অনুষ্ঠানে নাশিদ পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নাশিদ শিল্পী আলাউর রহমান এবং আলামিন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কাউন্সিল অব মস্কের বার্ষিক সাধারণ সভা ইসলামোফোবিয়া, মসজিদের নিরাপত্তা ও মাদক-অ্যালকোহল সমস্যা নিয়ে আলোচনা

টাওয়ার হ্যামলেটসের ৫৬টি মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন কাউন্সিল অব মস্কস টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (৩ অক্টোবর) পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা, ইসলামোফোবিয়া, মসজিদের নিরাপত্তা এবং মাদক ও অ্যালকোহলসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হাফিজ মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহফিজুর রব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার। তিনি মুসলিম কমিউনিটির উন্নয়ন ও কল্যাণে কাউন্সিল অব মস্কসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সভায় ইসলামোফোবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও তা মোকাবিলায় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড পার্টনারশিপ বিভাগের কনসালট্যান্ট

ড. আবদুল্লাহ ফলিক। মসজিদের নিরাপত্তা ও অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রোটেক্টিভ অ্যান্ড ক্রাইম প্রিভেনশন ম্যানেজার আর্টুর পানকওসিক। এছাড়া মাদক ও অ্যালকোহলসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা এবং তা প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে বক্তব্য দেন সার্ভিস ম্যানেজার মিজান চৌধুরী।

মুর্শেদ, কাউন্সিল অব মস্কস টাওয়ার হ্যামলেটসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট শামসুল হক এবং নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ মইন উদ্দিন মজুমদার, মোহাম্মদ আতিক মিয়া, মোহাম্মদ বশির আহমেদ, মোহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন, ইতোয়ার হোসেন মুজিব, নুরুল উল্লাহ ও আরজ মিয়া। এ ছাড়া বিভিন্ন মসজিদের চেয়ারম্যান,



বক্তারা মুসলিম কমিউনিটির সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই

সেক্রেটারি, ইমাম এবং কাউন্সিল অব মস্কসের সদস্যরা সভায় অংশ নেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং কমিউনিটির সার্বিক কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Fast Removal



For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE
TO REGISTER YOUR
ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার
প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি
রেজিস্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS

"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:

IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT



London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR

www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk

Call US Today
020 80904780

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা আখতারুজ্জামানকে অবিলম্বে মুক্তি ও প্রবাসী হয়রানি বন্ধের দাবি

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, ঢাকার বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রবাসী ও সাধারণ যাত্রীদের টিকিটের সঙ্গে বিমানবন্দর ট্যাক্স নেওয়া হলেও এর বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ট্যাক্স দেওয়ার পরও বিমানবন্দরে নিয়মিত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বক্তারা বলেন, সামান্য প্রতিবাদ করায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হামলার শিকার হয়ে লন্ডনপ্রবাসী সুরত মিয়া নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু আজও ওই ঘটনার বিচার হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান প্রবাসীদের মালামাল চুরি ও হয়রানির প্রতিবাদ করায় তাকে পরিকল্পিতভাবে

আত্মহত্যক সলিসিটর জহির আহমদের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ইউরোপের প্রধান মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার আতাউর রহমান এবং মজলুম সাংবাদিক ও জননেতা অলিউল্লাহ নোমান। সাবেক ছাত্রনেতা শাহরিয়ার আলম শিপার ও জুবের আহমদ আহাদের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশ আরও বক্তব্য দেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার ওয়াহিদ মাহবুব, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এমদাদুর রহমান,



বানোয়াট মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বক্তারা। আখতারুজ্জামানের নিশ্চেষ্ট মুক্তি ও প্রবাসী হয়রানি বন্ধের দাবিতে গত মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।

তারা বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে পুলিশের আচরণ কেনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও দুইবারের সাবেক নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা নিশ্চেষ্টে প্রত্যাহার করে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরে প্রবাসীদের সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় দুই কোটি প্রবাসী বাংলাদেশি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকের

মানবাধিকারকর্মী রফিকুল ইসলাম, সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুনিম, রাইট ফর কনসার্নের প্রেসিডেন্ট শফিকুর রহমান খান, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই-এর প্রেসিডেন্ট মুসলিম খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাইফুর রহমান পারভেজ, রায়হান আহমেদ প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ফজলুর রহমান।

বক্তারা বলেন, প্রবাসীদের শ্রম ও ঘামে অর্জিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির অঙ্গিভূমি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বড় উৎস হলো প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। অথচ এসব প্রবাসী বিদেশে যাওয়ার সময় পদে পদে হয়রানির শিকার হন। শ্রম-ঘাম বরিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে বসতিভিটা বিক্রি করে বিদেশে যাওয়ার জন্য টিকিট কেনার সময় তাদের বিমানবন্দর ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু সেই ট্যাক্স দেওয়ার পরও বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় নানা ধরনের হয়রানির মুখে পড়তে হয়।

শমসেরনগরের উন্নয়নে 'ক্লিন শমসেরনগর' প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি



দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : শমসেরনগরের উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্থানীয় বিভিন্ন জনদাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শমসেরনগরবাসীদের সংগঠন শমসেরনগর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (৪ অক্টোবর) পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শমসেরনগরের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা।

এম এ রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সৈয়দ শরফুদ্দীন রোমেল ও নিজামউদ্দিন দরাসত।

সভায় বক্তারা শমসেরনগরের পরিবেশ ও জনজীবনের মান উন্নয়নে 'ক্লিন শমসেরনগর' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান। তারা বলেন, পরিকল্পিতভাবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে শমসেরনগরকে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

সভায় শমসেরনগর রেলস্টেশনের আধুনিকায়নের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, স্থানীয় মানুষের যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে রেলস্টেশনের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। একই সঙ্গে শমসেরনগর বিমানবন্দর চালুর জন্য দীর্ঘদিনের দাবিটি পুনর্ব্যক্ত করেন তারা।

বক্তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি শমসেরনগর রেলস্টেশনের আধুনিকায়ন এবং বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ নাজমুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, এম জিল্লুল হক, শিবলী আহমেদ চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান বেলাল, রাসেল আহমেদ, বদরুল ইসলাম, কুতুবউদ্দিন দরাসত, ডা. সৈয়দ মাহবুব আলী ও হামিদউদ্দিন তফাদার আকিবসহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, প্রবাসে বসবাস করলেও শমসেরনগরের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গভীর। এলাকার মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্মিলিত উদ্যোগ আরও জোরদার করা প্রয়োজন। শমসেরনগরের শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবেশ ও জনসেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি প্রবাসীদেরও ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তারা।

সভায় শমসেরনগরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভায় বক্তারা শমসেরনগরের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online
from anywhere within the UK

SAVE

Time &
Travel Cost
Enjoy better rate



www.baexchange.co.uk

Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)

(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)

131 Whitechapel Road, London E1 1DT



আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের
উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

**WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER**



88 Mile End Road,
London E1 4UN

Phone : 020 7423 9366

www.allseasonfoods.com

আপসানা বেগমের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) অন বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল সপ্তাহব্যাপী সফরে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এপিপিজি অন বাংলাদেশের চেয়ার ও ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি আপসানা বেগমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি

ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এমপি এবং সরকারের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠকে অংশ নেয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের পার্লামেন্টারি সম্পর্ক, সংসদীয় কার্যক্রম, তদারকি, জবাবদিহি এবং জনপ্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।



৬ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সফর কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিনিধিদলে আরও রয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেট সদস্য লর্ড কুরবান হুসেইন এবং স্বতন্ত্র এমপি শওকত আদম। সফরের শুরুতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক করে। একই দিন তারা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার

সপ্তাহব্যাপী এই সফরে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলটি আরও কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা, কার্যকর নজরদারি, সংসদ সদস্যদের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পাবে। রাজনৈতিক ও সংসদীয় বৈঠকের পাশাপাশি প্রতিনিধিদলটি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে এবং বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক

বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করবে।

এসব বৈঠকে সংসদীয় গণতন্ত্র, জনজীবন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, মানবাধিকার, জনজবাবদিহি, জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকা, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিয়েও প্রতিনিধিদলটি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মতামত জানবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সফরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলকে সহযোগিতা করছে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ইউকে (সিপিএ ইউকে)।

উল্লেখ্য, এপিপিজি অন বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ। বাংলাদেশ সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তর বোঝাপড়া তৈরি এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই এ গ্রুপের অন্যতম লক্ষ্য। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে আপসানা বেগম এমপি এপিপিজি অন বাংলাদেশের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এই সফর যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি সম্পর্ক আরও জোরদার করার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, জবাবদিহি এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে ভবিষ্যৎ সংলাপকে আরও বিস্তৃত করবে।

স্টপটোবার ফিরে এসেছে ধূমপানমুক্ত জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ নিতে এখনই সেরা সময়

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : ধূমপান বিশ্বের অন্যতম প্রতিরোধযোগ্য স্বাস্থ্যঝুঁকি। তবুও অনেক মানুষ ধূমপান ছাড়তে চাইলেও কোথা থেকে শুরু করবেন বা কীভাবে সফল হবেন তা নিয়ে দ্বিধায় থাকেন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতি বছর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় স্টপটোবার, যা মানুষকে ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত করার একটি জাতীয় উদ্যোগ।

এ বছরও স্টপটোবার কর্মসূচি শুরু হয়েছে, এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের ধূমপান ছাড়ার যাত্রায় সহায়তা করতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সাপোর্ট সেবা উপলব্ধ রয়েছে। সম্প্রতি এই উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হেলদি,



কেয়ারিং অ্যান্ড ইনক্লুসিভ কমিউনিটিজ বিষয়ক লিড মেম্বর, কাউন্সিলর সারিনা আখতার। তিনি ধূমপানমুক্ত জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বাসিন্দাদের উপলব্ধ সহায়তা সেবাগুলো গ্রহণের আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার সুফল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। ধূমপান বন্ধ করলে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত হয়, ক্যানসার, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যরাও, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা, পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

অনেকের কাছে ধূমপান ত্যাগ করা কঠিন মনে হতে পারে। তবে সঠিক পরামর্শ, উৎসাহ এবং পেশাদার সহায়তা পেলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। টাওয়ার হ্যামলেটসে “কুইট রাইট টাওয়ার হ্যামলেটস” সেবা ধূমপান ছাড়তে আগ্রহীদের জন্য ব্যক্তিগত পরামর্শ, সহায়ক তথ্য এবং ধূমপানমুক্ত জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। স্টপটোবার শুধু একটি প্রচারণা নয়, বরং নিজের স্বাস্থ্য, পরিবার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ। আপনি যদি ধূমপান ছাড়ার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে আজই প্রথম পদক্ষেপ নিন। আরও তথ্য ও সহায়তার জন্য ভিজিট করুন। এই স্টপটোবারে ধূমপানকে বিদায় জানান। একটি ছোট সিদ্ধান্ত আপনার জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য বড় পরিবর্তন এনে দিতে পারে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

carplanet

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মালিকানাধীন অন্যতম বৃহৎ
ও পুরস্কারজয়ী ব্যবহৃত গাড়ি পরিবেশক

আপনার পছন্দের গাড়ি খুঁজে নিন

সুলভ মূল্যে সেরা গাড়ি—আমাদের প্রতিশ্রুতি



২০০০-এর বেশি
মানসম্পন্ন গাড়ি



সহজ ও সুবিধাজনক
ফাইন্যান্স সুবিধা



আপনার বাড়িতে
পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা

২০০০-এর বেশি মানসম্পন্ন গাড়ি থেকে বেছে নিন আপনার স্বপ্নের গাড়িটি।
রয়েছে সহজ ও সুবিধাজনক ফাইন্যান্স সুবিধা এবং আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আমাদের ৩টি শাখা



Watford Branch

Cinnamom House, Baldwins Lane,
Watford, Hertfordshire, WD3 3RT



Tel: 01923 311713



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00



Barnet Branch

Building 4, North London Business Park,
Oakleigh Road South,
Barnet, London, N11 1GN



Tel: 020 8103 9083



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00



Aftersales Mega Centre

17 Suez Road
Enfield, London EN3 7SN



Tel: 01923 932130



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 17:00
Sunday: Closed

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীর প্রেমিকাকে প্রেমের প্রস্তাব মীমাংসায় গিয়ে হাতহাতি

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ অক্টোবর, ২০২৬: সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) এক ছাত্রদল কর্মীর প্রেমিকাকে এক শিক্ষার্থীর প্রেমের প্রস্তাবের অভিযোগের মীমাংসায় গিয়ে শাখা ছাত্রদলের দুই নেতা-কর্মীর মধ্যে হাতহাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ মুজতবা

শিক্ষাবর্ষের কাউসার আহমেদ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রদল কর্মী খালিদুজ্জামান নুরীর প্রেমিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন কাউসার আহমেদ। বিষয়টি নিয়ে কাউসারের সঙ্গে কথা বলতে মুজতবা আলী হলের টং দোকানের সামনে যান নুরী। এ সময় দুজনের মধ্যে বাকবিত-এ হয়। একপর্যায়ে ছাত্রদল নেতা মিঠু সেখানে এসে নুরীর পরিচয় জানতে চান। নুরী

আলী হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। একই সঙ্গে বিষয়টি হলের প্রভোস্টকে জানান। পরে প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আসরাফ সিদ্দিকী ঘটনাস্থলে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের মুজতবা আলী হলের কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে প্রভোস্ট এবং ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে তিন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির সমাধান করা হয়।

এ বিষয়ে খালিদুজ্জামান নুরী বলেন, 'কাউসার আহমেদ আমার প্রেমিকাকে চিঠি ও সুবিদবাজার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময় প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। এ জন্য এ বিষয়ে কথা বলে সমাধান করতে আমি তাঁকে কল দিই। প্রথমে একাডেমিক ভবন ই-এর টংয়ে দেখা করার কথা ছিল। পরে তিনি হলে এসে কথা বলার জন্য বলেন। তাই আমি হলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তখন মিঠু সরকার এসে আমার পরিচয় জানতে চান। তাঁকে পরিচয় না দেওয়ায় তিনি আমার সঙ্গে উগ্র আচরণ শুরু করেন। আমিও তখন তাঁকে একটা গালি দিই। এ সময় সে আমার শার্টের কলার ধরে আমাকে নিচে নিয়ে আসেন। এতে করে আমাদের মধ্যে হাতহাতি হয়। এ সময় আমার বন্ধুরাও আমার সঙ্গে আসে। পরবর্তী সময়ে হলের প্রভোস্ট ও ছাত্রদলের সিনিয়র ভাইয়েরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। তিনি ছাত্রদল করেন কি না জানতে চাইলে বলেন, তিনি ছাত্রদলের কর্মী এবং সহসভাপতি মাহির আসিফের সমর্থক।'

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ না দেখালে পরিচিতি উত্তপ্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, মিঠু নুরীর পরিচয় জানার জন্য চাপ দিলে নুরী মিঠুকে গালাগাল দেন। এতে মিঠু রাগান্বিত হয়ে তাঁর শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে নিচে নামান। এরপর দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এ সময় নুরীর আরও দুই বন্ধু খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মারধর করা হচ্ছে দেখে পাশা মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন ছাত্রদলের কয়েকজন ও মুজতবা



আলী হলের সামনে হল প্রভোস্ট ও ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রদলের ওই কর্মী তাঁর প্রেমিকাকে স্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। জানা গেছে, হাতহাতিতে জড়ানো শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মিঠু সরকার এবং বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী খালিদুজ্জামান নুরী। অপর দিকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া শিক্ষার্থী গণিত বিভাগের ২০২১-২২

ঘুষকে 'যৌক্তিক' দাবি করা সেই এএসআই ক্লোজড

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ অক্টোবর, ২০২৬: প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়ায় যৌক্তিক দাবি করে মন্তব্য করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর হবিগঞ্জের চুনাকুড়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইনকে ক্লোজড করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। গত সোমবার (৫ অক্টোবর) রাতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর তাকে প্রত্যাহার



করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রায় এক সপ্তাহ আগে উপজেলার রানীগাঁও বাজারে ব্যবসায়ী নোমান মিয়া'র করা একটি মামলার তদন্তে যান এএসআই ইলিয়াস। সেখানে উপস্থিত লোকজনের সামনে তাকে প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করতে শোনা যায়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, 'কিছু রটে দেখেই তো কিছু বটে। কথা বুঝ না? আমি যদি বলি, আমি পুলিশের দারোগা, আমি ঘুষ খাই না, আমি বায়তুল মোকাররমের ইমাম সাহেব- ইইব নাকি? আমি পোশাক লাগিয়েছি ঘুষের টাকা দিয়ে, ঘুষ খাওয়ার

ক্যাসার আক্রান্ত বাবাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ৯ অক্টোবর, ২০২৬: হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ক্যাসারে আক্রান্ত শয্যাশায়ী বাবাকে দা দিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার মাদকাসক্ত ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে ইয়াফিন মিয়াকে (২০) আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে হত্যায় ব্যবহৃত ধারালো দা জব্দ করা হয়েছে।

গত ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার শিবপাশা ইউনিয়নের আন্দাবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শাহাবুদ্দিন মিয়া (৬০) ওই গ্রামের বাসিন্দা। তার ছয় ছেলে ও এক মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শাহাবুদ্দিন মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যাসারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তার চতুর্থ ছেলে ইয়াফিন প্রায় দুই বছর ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। দুপুরে পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়ির বাইরে থাকার এক পর্যায়ে ইয়াফিন তার বাবার শোবার ঘরে প্রবেশ করেন। পরে তার বড় ভাই ঘরে ঢুকে বাবা শাহাবুদ্দিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে

আসেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। শিবপাশা বাজার থেকে ইয়াফিনকে আটক করা হয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নলিউর রহমান তালুকদার ও সদস্য



জয়নাল মিয়া জানান, ইয়াফিন মাদকাসক্ত ছিলেন। আজমিরীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বিশ্বজিৎ পাল জানান, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ইয়াফিনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

Excellence in Tuition®

Excel Tutors

EST. 2010

100% Pass Rate GCSE / A-Level Since 2010

Ofsted Registered

অফস্টেট নিবন্ধিত

আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য

নির্ভরযোগ্য ঠিকানা

মানসম্মত টিউশন

YEAR 3 - GCSE, A-LEVEL, SATS & 11+

গণিত
MATHS

ইংরেজি
ENGLISH

কম্পিউটার সায়েন্স
COMPUTER SCIENCE

বিজ্ঞান
SCIENCE

অর্থনীতি
ECONOMICS

বিজনেস
BUSINESS

মাত্র ৩ মাসে

আপনার সন্তানের গ্রেড উন্নয়ন করুন

BOOST YOUR CHILD'S GRADE IN JUST 3 MONTHS

Ofsted Registered
Childcare Provider

অফস্টেট নিবন্ধিত
চাইল্ডকেয়ার প্রদানকারী

We Accept
Childcare Grant

চাইল্ডকেয়ার গ্রান্ট
গ্রহণ করি

We Accept Childcare
Tax Free Payments

চাইল্ডকেয়ার ট্যাক্স-ফ্রি
পেমেন্ট গ্রহণ করি

**আজই আপনার সন্তানের
ফ্রি এসেসমেন্ট বুক করুন!**

BOOK YOUR CHILD'S
FREE ASSESSMENT TODAY!

MAIN BRANCH (WHITECHAPEL)
161-163 Commercial Road, Whitechapel, London, E1 2DA
General Enquiries: info@exceltutors.org.uk
Exams Enquiries: exam@exceltutors.org.uk
0207 0011 411 | 077582 715 568

STRATFORD BRANCH
157 Leytonstone Road, London, E15 1LH
stratford@exceltutors.org.uk
020 3518 2177 | 07990 629 840

EAST HAM BRANCH
320 Barking Road, London, E6 3BA
eastham@exceltutors.org.uk
020 3518 2180 | 07399 361 913

DOCKLANDS BRANCH
Club55, Stewart Street
London, E14 3JE
docklands@exceltutors.org.uk
07493 582 126

ILFORD BRANCH
393 Eastern Avenue
Gants Hill, Ilford, IG2 6LR
ilford@exceltutors.org.uk
07904 509 799

VISIT **exceltutors.org.uk** FOR MORE INFO!

SCAN ME

ফ্লাই-দুবাইয়ের ফ্লাইটে দুই পাইলটের মারামারি ঘটনা ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল ইসরাইল

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : ইসরাইলগামী ফ্লাই-দুবাইয়ের সেই যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা হলে সেটি নিয়ে ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল ইসরাইল। যদি বিমানটি ছিনতাই হতো, তবে সেটি গুলি করে ভূপাতিত করার জন্য প্রস্তুত ছিল ইসরাইল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দুবাই থেকে তেল আবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইটটি ছিনতাইয়ের সংকেত পাঠানোর পর ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় জরুরি প্রোটোকল সক্রিয় করে। বিমানটিতে ১৭০ জনের বেশি যাত্রী ও ক্রু ছিলেন, যাদের বেশিরভাগই ইসরাইলি নাগরিক।

সিবিএস নিউজ জানায়, ফ্লাইটটি

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার ফুট নিচে নেমে গেলে ইসরাইলি বিমানবাহিনী ককপিটে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।



এরপর দ্রুত একটি কমিটি গঠন করে কমান্ড সেন্টার চালু করা হয় এবং যুদ্ধবিমান আকাশে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

এ সময় বিমানটি ইসরাইলের দিকে না গিয়ে সৌদি আরবের দিকে মোড় নেয়। সৌদি আরবও নিজেদের যুদ্ধবিমান প্রস্তুত করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরে



ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, ভারতীয় পাইলট স্থিত মাচ্ছার হামলাকারী সহকারী পাইলট হামাম আল-হামামিকে প্রতিহত

করতে সক্ষম হয়েছেন। ককপিটের দরজা খোলার পর কয়েকজন যাত্রী ও ফ্লাইদুবাই কর্মী হামামিকে কাবু করেন। পরে দুই অফ-ডিউটি পাইলট বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নেন। শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের তাবুকে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি।

সিবিএসের সূত্রগুলো বলেছে, বিমানটি ছিনতাই হয়েছে নিশ্চিত হলে এবং ছিনতাইকারী রেডিও যোগাযোগ বন্ধ রাখলে সেটি ভূপাতিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল শুধু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

ইসরাইলি দীর্ঘদিন ধরেই ৯/১১-এর মতো কোনো ঘটনা মোকাবিলায় এমন প্রোটোকল অনুশীলন করে আসছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে ইসরাইলের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

আমিরাতে স্বামী ঘুরতে না নেওয়ায় বিচ্ছেদ চান স্ত্রী

ঢাকা, ৫ অক্টোবর : স্বামী তাকে ঘুরতে বা অবসর কাটাতে বাইরে নিয়ে যেতে অগ্রহী নন—এ অভিযোগে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে শারজার এক নারী। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সামা টিভি।

শারজাহ আদালতের পারিবারিক পরামর্শ বিভাগের পরিচালক ড. রাখিয়া হাসান আল রাইসি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ঘটনাটি তুলে ধরেন।

তিনি জানান, ওই নারী পারিবারিক পরামর্শ সেবার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, তার স্বামী বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকতে পছন্দ করেন। তাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে



যাওয়া বা ভ্রমণ করার বিষয়ে তার তেমন আগ্রহ নেই।

ওই নারী অবশ্য স্বামীর প্রশংসা করে বলেন, তিনি উদার, ধৈর্যশীল ও ভদ্র। তবে বাইরে ঘুরতে যাওয়া এবং অবসর বিনোদনে তার অনাগ্রহ নিয়ে তিনি উদ্ভিগ্ন।

পারিবারিক পরামর্শ বিভাগ থেকে ওই নারীকে ভাই-বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বাইরে ঘোরাঘুরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শুধু এ কারণে যেন তিনি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত না নেন, সে বিষয়েও তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

কর্মকর্তারা বলেন, দাম্পত্য জীবনে পারম্পরিক সমঝোতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ঘোরাঘুরি বা অবসর কাটানোর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হলে তা যেন পরিবারের শান্তি নষ্ট না করে, সেদিকেও নজর রাখা উচিত।

ড. আল রাইসি বলেন, স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন ও অবসর কাটানোর পছন্দে পার্থক্য কখনো কখনো উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তবে প্রতিটি মতবিরোধের পরিণতি বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়।

সৌদিতে থাকা মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : ইয়েমেনে হুতিদের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে সৌদি আরবে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে দেশটিতে থাকা মার্কিন মিশন।

মিডল ইস্ট আই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সম্ভাব্য ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) জারি করা সতর্কবার্তায় মার্কিন মিশন জানায়, সৌদি আরবের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং দেশটির বিভিন্ন এলাকায় আকাশপথে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে এ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন নাগরিকদের সবসময় সতর্ক থাকতে এবং সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের জারি করা জাতীয় সতর্কবার্তা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

মার্কিন মিশনের সতর্কবার্তায় বলা হয়, সৌদি আরবের চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে দেশটিতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে মেনে চলা উচিত।

ইয়েমেনভিত্তিক হুতিদের সঙ্গে আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা নতুন করে সামনে



এসেছে। এর আগে সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থাপনা ও লক্ষ্যবস্তুতে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

মার্কিন মিশনের এই সতর্কতা মূলত সৌদি আরবে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করার অংশ। তবে সতর্কবার্তায় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট সময়ে হামলা হবে—এমন তথ্য জানানো হয়নি।

এদিকে সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্সের সতর্কতা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে মার্কিন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন মিশন।

মহানবীকে (সাঃ) নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট সৌদিতে শ্রীলঙ্কান যুবকের মৃত্যুদণ্ড

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : ফেসবুকে ইসলাম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে সৌদি আরবে ২৪ বছর বয়সি এক শ্রীলঙ্কান অভিবাসী শ্রমিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আনোজান শিবাবাসা নামের ওই যুবকের পরিবারের সঙ্গে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। তার জীবন রক্ষায় সৌদি সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আবেদন জানিয়েছে তার পরিবার।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আনোজানের মা রাসামানিক্কাম যোগালক্ষ্মী কান্নাজড়িত কণ্ঠে ছেলেকে ক্ষমা করে দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কায় এ ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দেশটির রাজনৈতিক দল, সরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন আনোজানের সাজা মওকুফের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে।

পরে তিনি মন্তব্যটি মুছে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। কিন্তু ওই মন্তব্যের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তা আনোজানের নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান ও সৌদি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। জুলাইয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তার ব্যক্তিগত ডিভাইস জব্দ করা হয় এবং সৌদি কর্তৃপক্ষ তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোও মুছে



দেয়।

আনোজানের ভাই হামসিদান শিবাবাসা বিবিসি বলেন, সৌদি আরবে কেউই প্রথমে বিষয়টি জানতেন না। শ্রীলঙ্কার কিছু ব্যক্তি তার ভাই যে কোম্পানীতে চাকরি করতেন সেখানে ই-মেইল পাঠানোর পর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। পরে প্রতিষ্ঠানটি সৌদি কর্তৃপক্ষকে জানালে আনোজানের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

পরে আনোজানকে প্রথমে আল-আহসা ক্রিমিনাল কোর্ট পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ৩০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা করে। তার সাজা কমানোর আবেদন করা হলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয় বলে জানান শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিতা হেরাথ।

এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর মামলায় বড় পরিবর্তন আসে। সৌদি প্রসিকিউশন সাইবার অপরাধ আইনের পরিবর্তে শরিয়াহ আইনে আনোজানের বিচার চেয়ে আপিল করে। আপিল আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে এবং তার সাজা মৃত্যুদণ্ডে উন্নীত করে।

নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানির ৩ বিজ্ঞানী



ঢাকা, ৬ অক্টোবর : চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ বছর নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে নোবেল কমিটি। বিজয়ীরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল ডেইসেরথ, জার্মানি পিটার হেগম্যান ও জর্জ নাগেল। আলো-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেল ও অপটোজেনেটিকস নিয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সময় সোমবার বিকেলে সুইডেনের স্টকহোমে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হেগম্যান ও নাগেল ‘চ্যানেলরোডপসিন’ নামে একটি প্রোটিন আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা দেখতে পান, এই প্রোটিনটি যেকোনো কোষে প্রবেশ করানো হলে সেটি আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, ইঁদুরের স্নায়ুকোষে চ্যানেলরোডপসিনের জিন প্রবেশ করান ডাইসেরথ। এরপর ওই কোষগুলোতে নীল আলো ফেলে তিনি স্নায়বিক সংকেত (নার্স সিগন্যাল) চালু বা ট্রিগার করতে সক্ষম হন। পরে তিনি দেখান, জীবিত ইঁদুরের মস্তিষ্কেও স্নায়ুকোষের জন্য আলো-নিয়ন্ত্রিত এই সুইচটি কার্যকর।

আলো দিয়ে স্নায়বিক সংকেত নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিটি এখন ‘অপটোজেনেটিক্স’ নামে পরিচিত।

এখন পর্যন্ত ২৩২ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসায় নোবেল দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে কম ৩১ বছর বয়সে পুরস্কারটি পেয়েছেন কানাডার ব্রেডরিক ব্যান্টিং। ৮৭ বছর বয়সে পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পেটন রোস।

কানাডায় যেতে ইচ্ছুকদের জন্য সুখবর

নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা নভেম্বরে

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : কানাডায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরার পর এবার নিয়ন্ত্রিতভাবে আবার জনসংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তিনি বলেছেন, দেশটির অভিবাসন ব্যবস্থা এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং এখন প্রশ্ন হলো-কখন থেকে কানাডার জনসংখ্যা আবার ‘নিয়ন্ত্রিতভাবে’ বাড়ানো শুরু করা হবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কার্নি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কানাডার



অভিবাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসার পর এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের সময় এসেছে। তবে তিনি কোনো নির্দিষ্ট অভিবাসন সংখ্যা বা নতুন লক্ষ্য ঘোষণা করেননি।

কার্নির এই বক্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন কানাডায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্ট্যাটিস্টিকস কানাডার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত দেশটির জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪২৫ জন, অর্থাৎ ০.৫ শতাংশ। এটি ১৯৪৪-৪৫ সালের পর জুলাই-থেকে-জুলাই হিসাবে সবচেয়ে কম বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

বাস্তবে কারও জন্য ‘আগামীকাল’ নিশ্চিত নয়



শায়খ আনিসুল হক

মৃত্যু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতাগুলোর একটি হলেও মানুষ এ নিয়ে খুব কমই চিন্তা করে। মানুষের উচিত মৃত্যুকে স্বরণ করে নিজের জীবন, আমল ও রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা।

২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় কথাগুলো বলেছেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম শায়খ আনিসুল হক। সম্প্রতিক সময়ে লন্ডনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যাওয়া যুবক ইদরিস ফাইজির জীবন ও মৃত্যু নিয়ে এক প্রতিফলনমূলক বক্তব্য রাখেন তিনি।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, “প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।” অথচ মানুষ আগামী বছর, সন্তান, কর্মজীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করে এমনভাবে যেন আগামীকাল তাঁর বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা আছে। বাস্তবে কারও জন্য আগামীকাল নিশ্চিত নয়।

তিনি বলেন, দুই সপ্তাহ আগে আমাদের নিজেদের কমিউনিটিতেই এই বাস্তবতা অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে সামনে আসে। ভাই ইদরিসের বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। তিনি ছিলেন সুস্থ, কর্মঠ ও প্রাণবন্ত একজন যুবক। স্ত্রী ও কয়েক মাস বয়সী একটি কন্যাসন্তান রেখে গেছেন তিনি। দ্বীনের দাওয়াহ এবং উম্মাহর কল্যাণ নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন। একটি মুসলিম চ্যারিটি রান-এ অংশ নিতে গিয়ে দৌড় শেষ করার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, ভাই ইদরিস বৃদ্ধ ছিলেন না এবং তার মৃত্যু প্রত্যাশিতও ছিল না। আমাদের সঙ্গে তার একমাত্র পার্থক্য হলো, তার নির্ধারিত সময়টি আমাদের আগে এসে গেছে। তিনি এই মৃত্যু থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেন।

প্রথমত, ভালো কাজের ওপর অবিচল থাকা। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের আমলের মূল্যায়ন তার শেষ অবস্থার ওপরও নির্ভর করে। কেউ জানে না তার জীবনের শেষ কাজটি কী

হবে। ভাই ইদরিসও সেদিন জানতেন না যে, সেটিই হবে তার শেষ যাত্রা। আল্লাহ তাঁকে এমন অবস্থায় ডেকে নিয়েছেন, যখন তিনি একটি কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। শায়খ আনিসুল হক বলেন, ভাই ইদরিসের মৃত্যুর পর ঘটনাস্থলে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলে তিনি চোখের পানি নিয়েও বলেন, “আল-হামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট এবং আমরা অভিযোগ করি না।” শায়খ আনিসুল হক বলেন, ঈমানের অর্থ এই নয় যে, মানুষ কাঁদবে না বা কষ্ট পাবে না। বরং হৃদয় ভেঙে গেলেও আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং বলা “নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব”-এটাই ঈমানের প্রকাশ।

তৃতীয়ত, এমন একটি উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া যা মানুষের উপকারে আসে। তিনি বলেন, মানুষকে তার সম্পদ বা পদবি দিয়ে নয়, বরং তার রেখে যাওয়া কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। ভাই ইদরিস তরুণ মুসলিমদের সহায়তায় একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন, যুব কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন এবং নিজের স্থানীয় মসজিদের জন্য পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরিতেও অবদান রেখেছিলেন। তার শেখানো তরুণরা এখন সেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

শায়খ আনিসুল হক বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, উত্তরাধিকার রেখে যেতে আলেম হওয়া বা

মিস্বরে দাঁড়ানো জরুরি নয়। যে পেশা বা কাজে মানুষ রয়েছে, সেখান থেকেই আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব।

চতুর্থত, উম্মাহর ঐক্য ও পারস্পরিক সহমর্মিতা। তিনি বলেন, ভাই ইদরিসের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে সহায়তা এবং তার ভালো কাজ অব্যাহত রাখতে মানুষ একত্রিত হয়েছে। অনেকেই তার সম্পর্কে ভালো স্মৃতি শেয়ার করেছেন। এমনকি মুসলিমদের ঐক্য ও ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করে দুইজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেও তিনি জানতে পেরেছেন।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, বিপদের সময় মুসলিমরা কীভাবে একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়, মৃত ব্যক্তিকে সম্মান করে এবং শোকাহত পরিবারকে সহায়তা করে-সেটিও দাওয়াহর একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে।

তিনি মরহুম ইদরিস ফাইজির মাগফিরাত কামনা করে বলেন, আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন, নেককারদের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তাঁর পরিবারকে সবর দান করেন এবং তার রেখে যাওয়া ভালো কাজগুলোকে কবরে তাঁর জন্য চলমান সওয়াবের মাধ্যম বানিয়ে দেন।

শায়খ আনিসুল হক: ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম। জুমার খুতবা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

জুমার দিন দেহরিতে মসজিদে গেলে যেসব ক্ষতি হয়

সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমাবার হলো উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণের দিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দিনের মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, ‘সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই তাকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে।’ (মুসলিম ৮৫৪)

তবে জুমার মর্যাদা কেবল দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর প্রস্তুতি, আগেভাগে মসজিদে গমন এবং খুতবা শোনার প্রতিটি স্তরে রয়েছে বিশেষ ও অফুরন্ত সওয়াব। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক ব্যস্ততা বা অলসতার কারণে অনেকেই জুমার নামাজে দেরি করে মসজিদে পৌঁছান। অথচ এর ফলে যে বিশাল ফজিলত ও সওয়াব থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়, তা অনেকেই অজানা।

১. দ্রুত মসজিদে যাওয়ার কুরআনি নির্দেশ
আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জুমার দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত মসজিদে আসার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-
‘হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।’ (সূরা আল-জুমা: আয়াত ৯)

এখানে ‘ধাবিত হওয়া’ বলতে শুধু দ্রুত দৌড়ে যাওয়া বোঝানো হয়নি; বরং এর মূল তাৎপর্য হলো আল্লাহর স্মরণের প্রতি গভীর আগ্রহ ও গুরুত্বের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া এবং পার্থিব সকল ব্যস্ততা বর্জন করা।

২. উট কুরবানির সমপরিমাণ সওয়াব হারানো
জুমার দিন যত আগে মসজিদে যাওয়া যায়, সওয়াবের পাল্লা ততই ভারী হয়। দেরিতে পৌঁছানোর কারণে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘জুমার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকে এবং যে আগে আসে তার নাম লিখতে থাকে। যে সবার আগে আসে, তার জন্য যেন একটি উট কুরবানি করার সওয়াব লেখা হয়। এরপর যে আসে, তার

জন্য যেন একটি গরু কুরবানি করার সওয়াব লেখা হয়। অতঃপর মেষ কুরবানি করার ন্যায়। এরপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর ন্যায়। তারপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন খুতবা দিতে বের হন, তখন ফেরেশতারা তাদের খাতা গুটিয়ে ফেলেন এবং খুতবা শুনতে বসেন।’ (বুখারি ৮৮১)

৩. প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছরের ইবাদতের সওয়াব হারানোর ক্ষতি
পায়ে হেঁটে আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার রয়েছে অসামান্য প্রতিদান। দেরি করে বের হলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, আগেভাগে মসজিদে যায়, হেঁটে যায়, বাহনে চড়ে না, ইমামের কাছাকাছি বসে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে এবং কোনো অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় না, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের রাজা ও রাতের নামাজের সওয়াব লেখা হয়।’ (আবু দাউদ ৩৪৫)

৪. প্রথম কাতারের ফজিলত ও অন্যের কষ্টার্জিত ভুলের ঝুঁকি

প্রথম কাতারের সৌভাগ্য হারানো: দেরিতে পৌঁছালে প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া যায় না। অথচ প্রথম কাতারের ফজিলত সম্পর্কে নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘মানুষ যদি আজান ও প্রথম কাতারে কী ফজিলত রয়েছে তা জানত, এরপর তা পাওয়ার জন্য লটারির ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না, তাহলে তারা অবশ্যই লটারি করত।’ (বুখারি ৬১৫)

অন্যকে কষ্ট দেওয়ার পাপ: দেরিতে এসে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য মুসল্লিদের কাঁধ ডিঙিয়ে যাওয়ার মতো অনুচিত কাজও ঘটে যায়। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘বসে পড়ো। তুমি কষ্ট দিয়েছ এবং দেরি করে এসেছ।’ (আবু দাউদ ১১১৮)

৫. খুতবা ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হাতছাড়া হওয়া

খুতবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনার বিশেষ বরকত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি উত্তমভাবে অজু করে জুমায় আসে, খুতবা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং নীরব থাকে, তার এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’ (মুসলিম ৮৫৭)

৬. দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা
জুমার দিনে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মহিমান্বিত মুহূর্ত রয়েছে, যখন বান্দার দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। আগেভাগে মসজিদে অবস্থান করলে এই বরকতময় সময়টি পাওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, কোনো মুসলিম বান্দা নামাজরত অবস্থায় সেই সময় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।’ (বুখারি ৯৩৫)
একটি অবগতির বিষয়: দেরি করলেই কি জুমা বাতিল হয়?

এখানে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখা প্রয়োজন যে, দেরিতে মসজিদে পৌঁছালে জুমার আগের ফজিলত ও সওয়াবগুলো হাতছাড়া হয় বটে, তবে এর কারণে কারো জুমার ফরজ নামাজ বাতিল হয়ে যায় না। ইমামের সাথে রুকু বা জামাত পেলে জুমা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু মুমিনের লক্ষ্য কেবল দায়সারাভাবে নামাজ আদায় করা হওয়া উচিত নয়, বরং সর্বোচ্চ সওয়াব অর্জন করা তার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

জুমার দিনটি শুধু গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা পালনের দিন নয়; বরং এটি হলো অফুরন্ত সওয়াব ও রহমত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ। তাই আসুন, আলস্য ও অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা ত্যাগ করে পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে আগেভাগে মসজিদের পথে বের হই এবং জুমার দিনের প্রতিটি সুমহান সুন্নত ও ফজিলত পূর্ণমাত্রায় অর্জন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক সময়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

শালীনতা সৌন্দর্যের প্রতীক

মীযান মুহাম্মদ হাসান

পোশাক পরিধানে শালীনতা রক্ষা করা জরুরি। এমনকি মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক হলো, তারা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের পোশাক পরিধান করবেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় হচ্ছে যে-পোশাকটি হতে হবে ঢিলেঢালা এবং সতর (পুরুষের জন্য কমপক্ষে নাভি থেকে নাভিসহ হাঁটুর নিচ পর্যন্ত) ঢেকে রাখে এমন হওয়া। আঁটসাঁটো গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, এমন না হওয়া। বিধর্মীদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া। অহঙ্কার প্রকাশ করে এমন না হওয়া। পোশাকটি টাখনুর নিচে ঝুলে না থাকা ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়াল্লা বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক (ছড়িয়ে পড়ুক)। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহতায়াল্লা (এমন বিষয় সম্পর্কে) জানেন, (যে সম্পর্কে কিছুই) তোমরা জানো না।’ (সূরা আন-নূর : ১৯) হাদিসে লজ্জা বা শালীনতাকে ইমানের অংশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ইমানদাররাই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন : লজ্জা (শালীনতাবোধ) ইমানের একটি অংশ, আর ইমানদার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ কাজ। আর মন্দ লোকজন জাহান্নামে যাবে।

(মুসনাদে আহমদ : ১০৫১২)

এমনকি হাদিসে আরও এসেছে, নির্লজ্জতা বা বেহায়াপনা হচ্ছে, দুশ্চরিত্রের অংশ; যা খুবই নিন্দনীয়। কেননা, চরিত্রহীনকে সমাজের কেউই পছন্দ করে না। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা- রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘লজ্জা হলো ইমানের অংশ। আর ইমানের ফলাফল হলো জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা হচ্ছে দুশ্চরিত্রের অংশ। আর দুশ্চরিত্রের পরিণতি হলো জাহান্নাম।’ (মিশকাত : ৫০৭৭) জীবিত বা মৃত উভয়ের রান বা উরুকে আবৃত করে রাখতে বলা হয়েছে; যা অবশ্যই আবরণ তথা ঢেকে রাখার যোগ্য অঙ্গ। সাহাবি হজরত মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রা.) থেকে বর্ণনা, রাসূল (সা.) মামার নামক এক সাহাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময়ে তার উরু খোলা ছিল। (এ অবস্থা দেখে) তিনি তাঁকে বললেন, হে মামার! তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখ, কেননা উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যা ঢেকে রাখতে হয়! (মুসনাদে আহমদ : ২২৪৯৫) বিখ্যাত সাহাবি হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত-নবীজি (সা.) বলেছেন, তোমার রান অনাবৃত করবে না এবং জীবিত ও মৃত কারও রানের প্রতি (কখনো) দৃষ্টিপাত করবে না। (সুনানে আবু দাউদ : ৩১৪০) উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে আসে যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আবশ্যিক হলো, প্রত্যেকেই তার আপন সতর ঢেকে রাখতে সচেষ্ট হবেন। নিজ উরু ঢেকে রাখবেন। কাউকে দেখাবেন না। একইভাবে উপরে বর্ণিত পোশাক পরিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবশ্যই অনুসরণ করবেন।

যুগ্মরাজ্যে আমার ট্যাক্সের অর্থ কোথায় যায়?



মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

বয়স চল্লিশ পার করেছে কয়েক বছর আগে। ইংল্যান্ডে ৪০ থেকে ৭৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের সাধারণত পাঁচ বছর পরপর বিনা খরচে এনএইচএস থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। উদ্দেশ্য হলো হৃদ্যরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগের মতো অসুস্থতার ঝুঁকি আগেভাগে শনাক্ত করা।

আমার জিপি (জেনারেল প্রাকটিশনার) থেকেও এর আগে কয়েকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য ম্যাসেজ এসেছে। সত্যি বলতে, সেগুলো খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি। নিজেকে মোটামুটি সুস্থ মনে হতো। তাই ভাবতাম, যখন শরীরে তেমন কোনো সমস্যা অনুভব করছি না, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষারই বা কী প্রয়োজন?

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বদলায়। সম্প্রতি মনে হলো, চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে এসেছি; অন্তত কিছু মৌলিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত।

এবার জিপি থেকে আসা ম্যাসেজের জবাব দিলাম। প্রথমে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা

হলো। এরপর রক্ত পরীক্ষা করা হলো। আমার আগের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা ছিল, জিপিতে কোনো পরীক্ষা করার পর গুরুতর বা অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেলে সাধারণত রোগীকে জানানো হয়। আর সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে অনেক সময় আলাদা করে বিস্তারিত কিছু বলা হয় না।

রক্ত পরীক্ষা করানোর পর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। জিপি থেকে কোনো খবর এলো না। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে পারতাম-সব ঠিক আছে। কিন্তু কেন যেন আমি পুরোপুরি

আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। নিজের শরীর সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছিল, আরও কিছু বিষয় পরীক্ষা করা দরকার। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের খরচে বেসরকারিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খরচ করলাম ১৫০ পাউন্ড। এরপর বিস্তারিত রক্ত পরীক্ষার জন্য আরও ১২০ পাউন্ড। অর্থাৎ শুধু নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে পকেট থেকে দিতে হলো মোট ২৭০ পাউন্ড।

বেসরকারি চিকিৎসক পরীক্ষার পর আমাকে তিন পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দিলেন। রক্তের কোনো উপাদান কত আছে, কোনটি স্বাভাবিক সীমার মধ্যে, কোনটি সেই সীমার বাইরে-সবকিছু পরিষ্কারভাবে লেখা। প্রতিবেদনটি হাতে পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিলো। আমি জিপির কাছে জানতে চাইলাম, বেসরকারি রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো আগের পরীক্ষায় আমাকে কেন জানানো হয়নি? তখন যে উত্তর পেলাম, তা আমাকে কিছুটা বিস্মিত করল। তারা বললেন-“আমরা পূর্ণাঙ্গ রক্ত পরীক্ষা করিনি।”

অবশ্য এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। এনএইচএসের চল্লিশোর্ধ্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নয়। এর মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট কিছু রোগের ঝুঁকি যাচাই করা। এতে সাধারণত রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রক্তে শর্করার (চিনি) মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। তাই একজন রোগী যেটিকে ‘সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা’ ভাবতে পারেন, এনএইচএস-এর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা আসলে সেটি নয়।

কিন্তু রোগী হিসেবে আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়। আমি যদি নিজের টাকা খরচ করে বিস্তারিত পরীক্ষা না করা তাম, তাহলে যে বিষয়গুলো পরে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করা হলো, সেগুলো কি তখন ধরা পড়ত?

আমার বেসরকারি পরীক্ষার প্রতিবেদন দেখার পর জিপি আবার রক্ত পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। পরীক্ষা হলো। কিছুদিন পর আমাকে জানানো হলো, ফলাফল এসেছে

এবং একজন চিকিৎসকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই তখন মনে হলো-হয়তো এমন কিছু পাওয়া গেছে, যা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা দরকার। ভাবলাম, ভালো কথা। এবার অন্তত বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কিন্তু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার জন্য যে সময় দেওয়া হলো, সেটিই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে বড় বিস্ময়। প্রায় দুই মাস পরে! সরাসরি চিকিৎসকের সামনে বসে দেখা নয়-শুধু ফোনে কথা বলার জন্য এপোয়েন্টমেন্ট। তারপর দুই মাস অপেক্ষা করলাম।

গত সপ্তাহে সেই কাঙ্ক্ষিত ফোনলাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জিপি থেকে আবার ফোন এলো। জানানো হলো,

তারা খুব ব্যস্ত। তাই নির্ধারিত সময়টি আরও প্রায় এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম রক্ত পরীক্ষা করার পর চার মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে, অথচ আমি এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না আমার রক্ত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল কী এবং চিকিৎসকের মূল্যায়ন কী।

এরপর যদি ওষুধের প্রয়োজন হয়? যদি আরও পরীক্ষা দরকার হয়? যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়? তাহলে আবার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা নেই। সৌভাগ্যবশত, আমি নিজের অর্থ খরচ করে বেসরকারি পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ফলে অন্তত নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি এবং কোন বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া দরকার, সে সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি। কিন্তু এখানেই আমার বড় প্রশ্নটি আসে। আমরা ব্রিটেনে এত ট্যাক্স দিই-তারপরও কেন এই অপেক্ষা?

এনএইচএস ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন এর সেবা পাচ্ছেন। জরুরি চিকিৎসা থেকে শুরু করে জটিল অস্ত্রোপচার, ক্যান্সারের চিকিৎসা, মাতৃত্বসেবা-অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করছে এই প্রতিষ্ঠান। এনএইচএস-এর চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের পরিশ্রম নিয়েও প্রশ্ন নেই। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রচ-চাপের মধ্যে কাজ করছেন। কিন্তু একই সঙ্গে একজন সাধারণ ট্যাক্সদাতার অভিজ্ঞতাও উপেক্ষা করা যায় না।

২০২৬-২৭ অর্থবছরে এনএইচএস ইংল্যান্ডের রাজস্ব ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা দুই শ' পনেরো বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি। অন্যদিকে একজন সাধারণ কর্মজীবী মানুষের কথারি ধরা যাক। ইংল্যান্ডে কারও বার্ষিক বেতন যদি ৩৯ হাজার পাউন্ড হয়, তাহলে বর্তমান করহারে তাঁর আয় থেকে আয়কর ও ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বাবদ বছরে প্রায় ৭৪০০ পাউন্ড চলে যায়। এর পাশাপাশি ওই চাকরির জন্য নিয়োগকর্তাকেও প্রায় ৫১০০ পাউন্ড ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স দিতে হয়।

অর্থাৎ ৩৯০০০ পাউন্ড বেতনের একটি চাকরিকে ঘিরে সরকার বছরে প্রায় ১২,৫০০ আয় আয়কর ও ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স পায়। অবশ্য নিয়োগকর্তার ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কর্মীর নিজের বেতন থেকে কাটা হয় না; এটি নিয়োগকর্তার আলাদা ব্যয়।

এর বাইরে একজন মানুষ প্রতিদিন আরও কতভাবে ট্যাক্স দেন? বাজারে পণ্য কিনলে মূল্য সংযোজন কর, গাড়ি চালালে বিভিন্ন কর ও শুল্ক, জ্বালানি কিনলে কর, বাড়ি থাকলে কাউন্সিল কর-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একজন নাগরিকের আয়ের বড় একটি অংশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলে যায়। আমরা কর দিই কারণ আমরা একটি কার্যকর রাষ্ট্রীয়

সেবা প্রত্যাশা করি। কেউ অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসা পাবেন, পরীক্ষার ফল দ্রুত জানতে পারবেন, প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন-এগুলো খুব বেশি প্রত্যাশা হওয়ার কথা নয়।

আমি এটাও বুঝি, এনএইচএস প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছে। রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, জনসংখ্যার বয়স বাড়ছে, চিকিৎসার খরচ বাড়ছে এবং চিকিৎসক ও কর্মীদের ওপর কাজের চাপও অনেক। কিন্তু একজন রোগীর রক্ত পরীক্ষার ফল নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার জন্য যদি দুই মাস অপেক্ষা করতে হয়, এরপর সেই সময় আবার এক মাস পিছিয়ে যায়-তাহলে প্রশ্ন উঠবেই। সমস্যা কি অর্থের অভাব? নাকি চিকিৎসক ও কর্মীর অভাব? নাকি ব্যবস্থাপনায় সমস্যা? নাকি বিপুল অর্থ বরাদ্দ হলেও রোগীর কাছে সঠিক সময়ে সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থাটিতেই বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে?

সবার তো বেসরকারি চিকিৎসার সামর্থ্য নেই আমার অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্ভবত এটিই। আমি ২৭০ পাউন্ড খরচ করে বেসরকারিভাবে পরীক্ষা করাতে পেরেছি। কিন্তু সবাই কি পারবেন? যিনি ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করেন, যিনি সংসারের খরচ মেটাতে হিমশিম খান, যার মাসের শেষে হাতে খুব সামান্য অর্থ থাকে-তিনি কী করবেন? তিনি হয়তো জিপির ফোনের অপেক্ষায় থাকবেন। এক মাস। দুই মাস। তিন মাস। হয়তো আরও বেশি। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এই অপেক্ষা কখনো কখনো শুধু বিরক্তিকর নয়; কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে দেরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই আমার প্রশ্ন এনএইচএসের চিকিৎসক বা নার্সদের বিরুদ্ধে নয়। বরং প্রশ্নটি পুরো ব্যবস্থার কাছে। বছরে শত শত বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করার পরও একজন সাধারণ রোগী কেন সময়মতো নিজের পরীক্ষার ফল নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না? কেন একজন মানুষকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শত শত পাউন্ড খরচ করে বেসরকারি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হবে? এনএইচএস নিঃসন্দেহে ব্রিটেনের একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান। একে দুর্বল নয়, আরও শক্তিশালী করাই প্রয়োজন। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসার অর্থ তার সমস্যাগুলো নিয়ে চুপ থাকা নয়। বরং প্রশ্ন করা দরকার-এত বিপুল অর্থ কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে ব্যয় হচ্ছে এবং রোগী সেই অর্থের বিনিময়ে সময়মতো কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন কি না। কারণ শেষ পর্যন্ত অর্থটি আসে জনগণের কাছ থেকেই। আর তাই একজন সাধারণ করদাতা হিসেবে আমার প্রশ্ন খুবই সহজ-আমার করের টাকা যায় কোথায়?

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান : ফাইন্যানশিয়াল এডভাইজর, লন্ডন। যুক্তরাজ্য।

প্রবীণদের যেন ভুলে না যাই

আসিফ হাসান নবী

মানুষ দীর্ঘজীবী হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, সেই দীর্ঘ জীবন কি নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অর্থবহ হবে? বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠপাটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রবীণ নীতিকে করুণার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধিকার ও মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে যাওয়া। প্রবীণরা বোঝা নন; তাঁরা পরিবার, অর্থনীতি ও সমাজে দীর্ঘদিন অবদান রাখা নাগরিক। তাঁদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, আর তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সমাজের প্রয়োজন। প্রবীণদের অবদান যেন আমরা ভুলে না যাই।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : বাংলাদেশে সাধারণত প্রবীণ বলতে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সিদের বোঝানো হয়। কিন্তু নির্ভরতা অনুপাতের সরকারি হিসাবে ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সিদের ধরা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের অংশ ছিল প্রায় ৯ দশমিক ২৯ শতাংশ, সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। জাতিসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০৫০ সালে এ

সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লাখে পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ২ দশমিক ৪ গুণের কাছাকাছি হতে পারে। এ পরিবর্তনের অর্থ জনমিতিক লভ্যাংশের অবসান নয়; বরং লভ্যাংশের ধরন বদলে যাওয়া। কার্যালয়ের তথ্য অনুসারে দেশে এখন কর্মক্ষম মানুষের অংশ প্রায় ৬৫.৫ শতাংশ এবং প্রতি ১০০ কর্মক্ষম মানুষের বিপরীতে প্রায় ৫৩ জন নির্ভরশীল-তাই দেশে এখনো জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগে রয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগকে শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানে দ্রুত রূপান্তর না করতে পারলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। জনমিতিক লভ্যাংশ তৈরি হয় যখন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর তুলনায় বাড়ে এবং সেই অতিরিক্ত কর্মশক্তিকে শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীল করা যায়। দেশে নির্ভরতা অনুপাত ১৯৮০-এর দশকের প্রায় ৯০ থেকে ২০২২ সালে ৫৩-এ নেমে এসেছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের মতে, প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশের সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার সময়কাল ২০২০-এর দশকের গোড়াতেই পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বাড়লে কর্মক্ষম মানুষের ওপর নির্ভরশীলতার চাপ বাড়ে। স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন, সামাজিক সুরক্ষা ও

দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার জন্য সরকারি ও পারিবারিক ব্যয়ও বাড়তে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের হিসাবে ১৫-৬৪ বছর বয়সি জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৮১ লাখের বেশি, আর ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সি মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৭ লাখ। একই হিসাবে মোট নির্ভরতা অনুপাত ছিল ৫২ দশমিক ৬৪। ভবিষ্যতে প্রবীণদের অংশ বাড়লে এ অনুপাতের বয়সনির্ভরতা অংশ বাড়বে-যদি না মানুষ দীর্ঘ সময় সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে এবং সঞ্চয়, পেনশন ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। তবে এ পরিবর্তনকে কেবল ব্যয়ের বোঝা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। দীর্ঘায়ু ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী সঠিক নীতি পেলে দ্বিতীয় জনমিতিক লভ্যাংশের উৎস হতে পারে।

সুস্থ প্রবীণরা কাজ, পরামর্শ, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, পরিবারে পরিচর্যা এবং জ্ঞান হস্তান্তরে অবদান রাখতে পারেন। তাঁদের সঞ্চয় যদি নিরাপদ আর্থিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগে আসে, তবে তা পুঁজি গঠন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু এ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের শর্ত হলো-সবার জন্য স্বাস্থ্যকর বার্ষিক্য, উপযুক্ত কাজের সুযোগ, নিরাপদ পেনশন এবং বৈষম্যহীন শ্রমবাজার। তাই

বাংলাদেশের করণীয় দ্বিমুখী। একদিকে বর্তমান কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা ও শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশের অবশিষ্ট সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। অন্যদিকে এখনই পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা, দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা, প্রবীণবান্ধব নগরপরিকল্পনা এবং সঞ্চয়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আজকের কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদে বিনিয়োগই আগামী দিনের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করবে। বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবীণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা তৈরি করেছে। তবে সহায়তার পরিমাণ, আওতা, সেবা পাওয়ার সহজলভ্যতা এবং প্রকৃত উপকারভোগী শনাক্তকরণ-সব ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক উন্নতি দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত, ওষুধের প্রাপ্যতা, নিয়মিত চিকিৎসা এবং পরিচর্যার ব্যবস্থা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা নদীভাঙনের সময় প্রবীণদের বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র, জরুরি পরিবহন এবং ওষুধ সরবরাহের পরিকল্পনা থাকা জরুরি। লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে তাড়াতে ইরানের কৌশল

মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহি তাবার

কূটনৈতিক একঘরে দশা, অর্থনৈতিক অবরোধ আর সামরিক আক্রমণের ধাক্কা সামলে অবশেষে ইরান তার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন–ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সেই যুদ্ধে টিকে গেছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এখন তেহরানের দিনগুলো বেশ ভালোই যাচ্ছে বলা যায়।

ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ধ্বংস এবং সরকার পতনের লক্ষ্য নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক বোমাবর্ষণ করলেও তা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। উলটো, যুদ্ধ শুরু়র আগের চেয়ে তেহরান এখন আরও শক্তিশালী। তারা হরমুজ প্রণালি দখল করে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম এখন আকাশচুম্বী।

প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্যেও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পালটা আঘাত হানার সক্ষমতা দেখিয়েছে। অন্যদিকে, যুদ্ধের প্রতি মার্কিন জনগণের সমর্থন কমছে এবং ওয়াশিংটনের ওপর আন্তর্জাতিক ক্ষোভ বাড়ছে। তাই বিশ্লেষকদের মতে, তেহরান আগামী বছরজুড়ে এই একই কৌশল ধরে রাখবে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টিকে থাকায় ইরানি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে সাফল্য ও বিজয়ের বড়াই করলেও ভেতরে ভেতরে তাঁরা উদ্বিগ্ন। কারণ তাঁরা জানেন, ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়ানোর মতো অনেক পথ ও অস্ত্র এখনো যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ভাবতে পারে যে ইরানের ভয়কে কাজে লাগিয়ে চাপ দিয়ে তাদের নতি স্বীকার করানো যাবে। কিন্তু এতে তেহরানের আসল মনোভাব ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যুদ্ধে স্বজন ও সহকর্মীদের হারিয়ে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব এখন আরও কঠোর। শত্রুকে চিরতরে পরাস্ত্ত করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

তাই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরান এখন প্রতিনিয়ত সংঘাত বাড়ানো এবং আক্রমণাত্মক থাকার কৌশল নিয়েছে। তেহরান কোনো সমঝোতায় তো যাবেই না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক মিত্রদের অর্থনীতি ধ্বংস ও জ্বালানি বাজার অস্থিতিশীল করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

সেই সঙ্গে মার্কিন সামরিক স্থাপনায় হামলা বাড়ানো, মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের গুপ্তহত্যার চেষ্টা চালানো, এমনকি প্রতিবেশীদের ওপর পদাতিক হামলা চালিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর মার্কিন ঘাঁটি দখলের চেষ্টাও তাদের কৌশলে রয়েছে।

দুটি পক্ষই যদি সাময়িক চুক্তিতে পৌঁছায়, তবু সেই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ তেহরানের বিশ্বাস, ওয়াশিংটন সময় নিয়ে শক্তি গুছিয়ে আবার আক্রমণ করবে। তাই মার্কিন উসকানির জবাব দিতে বা উসকানি ছাড়াই হামলা চালাতে তারা প্রস্তুত।

সহজ কথায়, তেহরানের মূল লক্ষ্য হলো মধ্যপ্রাচ্যে টিকে থাকাকে ওয়াশিংটনের জন্য এতটাই যন্ত্রণাদায়ক করা, যাতে তারা সৈন্য প্রত্যাহার করতে, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে এবং তেহরানকে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভয় ও ঘৃণা

হামলা শুরুর সময় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সর্বোচ্চ নেতা খামেনির বাসভবনে বৈঠকে ছিলেন। আরাগচি যখন পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের আশঙ্কার কথা জানিয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ব্রিফ করছিলেন, ঠিক তখনই ওপর থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়।

প্রথম দফাতেই খামেনির বাসভবনে হামলায় সর্বোচ্চ নেতাসহ বহু শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন। তবে আরাগচি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। ধূলিমলিন অবস্থায় ধ্বংসস্তুপ থেকে বেরিয়ে তিনি একটি চলন্ত গাড়িতে উঠে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছান। সেখানে গিয়েই তিনি সামরিক কমান্ডার ও বিদেশি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন এবং বেঁচে থাকা অন্য কর্মকর্তারাও দ্রুত তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

শীর্ষ নেতৃত্ব নিহত হতে পারে–এমন পরিস্থিতির প্রস্তুতি তেহরানের আগেই ছিল। সরকার আগের বছর থেকেই প্রশাসনিক ও সামরিক বিকেন্দ্রীকরণ করে রেখেছিল, যাতে কেন্দ্র ছাড়াই গভর্নর ও কমান্ডাররা কাজ চালাতে পারেন। এ ছাড়া প্রতিটি জ্যেষ্ঠ পদের জন্য অন্তত দুজন করে উত্তরসূরি

ঠিক করা ছিল, যাতে কোনো নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি না হয়। ইসলামিক রিপাবলিকের নেতৃত্বের বিশ্বাস, ট্রাম্প প্রশাসনের কথাবর্তা ও পদক্ষেপই ইরানের জনগণকে সরকারের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাদের দাবি, অনেক বিদেশি সরকার গোপনে ইরানি কর্মকর্তাদের জানিয়েছে যে মার্কিন ও ইসরায়েলি চাপের মুখে ইরানের এই প্রতিরোধকে তারা শ্রদ্ধা করে।

বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মতো বেসামরিক অবকাঠামোয় মার্কিন হামলা ইরানি অভিজাতদের ক্ষিপ্ত করে তোলে, যা তাদের শত্রুভাবাপন্নতা আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা নিশ্চিত হয় যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কেবল তাদের সরকার ধ্বংস করতে চায় না, বরং পুরো ইরান রাষ্ট্রটিকেই নিশ্চিত করে দিতে চায়। ফলে তেহরান অত্যন্ত আক্রমণাত্মক রূপ নেয়। মোজতবা খামেনি নিহত ব্যক্তিদের স্থলে কঠোরপন্থী সামরিক কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানের নির্দেশ দেন। সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের নতুন সচিব মহসেন রেজাই ঘোষণা করেন, মার্কিন ঘাঁটির পাশাপাশি তারা এবার মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পদ ও তেল কোম্পানিতেও আঘাত হানবেন। শাসনগোষ্ঠীর এই নতুন কৌশলের উদ্দেশ্য কেবল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ গড়া নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা অবকাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া। এ জন্য ইরানের কৌশল হচ্ছে, বড় সংঘাতের মধ্যবর্তী সময়ে সীমিত হামলার মাধ্যমে শত্রুর শক্তি কমানো হয়। তেহরানের আশা, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র একসময় নিজেদের ও মিত্রদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

সুযোগের সম্ভাবহার

ইরানের নেতারা নিজেদের কৌশলের ফলাফলে বেশ সন্তুষ্ট। তাঁদের বিশ্বাস, অঞ্চলজুড়ে সংঘাত ব্যাপক বাড়িয়ে দেওয়ার কারণেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা সীমিত করেছে এবং সংঘাতের তীব্রতা কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছে।

তবে ইরানি অভিজাতরা নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়ী মনে করেন না। দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা ইসলামিক রিপাবলিকের পতন আসন্ন বলে দাবি করে আসছেন। সামরিক শক্তিমত্তা দেখানোর পরও তাঁরা ইরানকে দুর্বল হিসেবেই ভুলে ধরছেন।

তেহরানের দৃষ্টিতে বাস্তবতার সঙ্গে শত্রুদের এই ভুল ধারণার ফারাক অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইরানি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, ওয়াশিংটন যদি মনে করে আরেকটি নিষেধাজ্ঞা, সামরিক হামলা বা অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভেই তাদের পতন হবে, তবে তারা চাপ দেওয়া থামাবে না।

অতীতে কিছু ইরানি নেতা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আশা করলেও, এখন শাসকগোষ্ঠীর কেউই তা আর বিশ্বাস করে না। তারা নিশ্চিত যে ওয়াশিংটন কখনোই সততার সঙ্গে চুক্তি মানবে না।

এর প্রমাণ হিসেবে তারা ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা বেরিয়ে যাওয়াকে দেখে। এমনকি ২০২৫ সালের জুন ও ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি–দুইবারই আলোচনার টেবিলে বসা অবস্থাতেই মার্কিন হামলার শিকার হয় ইরান।

ইরানি শাসকগোষ্ঠী এটাও আশঙ্কা করছে যে তাদের এই সুবিধাজনক অবস্থান চিরস্থায়ী হবে না। পর্যাণ্ড সময় পেলে বিশ্ব অর্থনীতি পারস্য উপসাগরের বিকল্প রুট খুঁজে নিতে পারে, ফলে হরমুজ প্রণালি বন্ধের যে অর্থনৈতিক সুযোগ ইরানের হাতে আছে, তা কার্যকারিতা হারাবে।

অন্যদিকে, ওয়াশিংটনের অবস্থান দিন দিন আরও শক্তিশালী হতে পারে। ইরানি নেতাদের মতে, সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন থাকায় রিপাবলিকানদের জয়ের স্বার্থে এবং যুদ্ধ মার্কিন জনমতে অপ্রিয় হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন সংযত আছেন। তবে নির্বাচন পার হয়ে গেলে তাঁকে আর জনমত নিয়ে ভাবতে হবে না।

তেহরান ২০২৮ সালে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের আশা করলেও তাতে লাভ দেখছে না। একজন নরমপন্থী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হতে পারেন; কারণ তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত করে বিশ্বজুড়ে ইরানের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে বেশি সক্ষম হবেন।

তাই ইরানি শাসনগোষ্ঠী হাত গুটিয়ে বসে না থেকে এখনই ওয়াশিংটনের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করবে।

প্রথমত, সরকার পারস্য উপসাগর থেকে গ্যাস ও তেল রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধের পদক্ষেপ নিতে পারে। তেহরান ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে বাণিজ্যের একটি বড় অংশ অচল করলেও কিছু উপসাগরীয় দেশ এখনো ভারত মহাসাগর বা

লোহিত সাগর দিয়ে পণ্য পাঠাতে পারছে।

তেহরান সেই চূড়ান্ত পদক্ষেপটি নিতে পারে, যা আমেরিকা ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে আশঙ্কা করছেন এবং ঠেকানোর চেষ্টা করছেন: পারমাণবিক বোমা তৈরি। নেতারা যদি মনে করেন মার্কিন হামলা ঠেকানোর এটিই একমাত্র পথ, তবে এই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তটিকেই তারা সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নিতে পারেন।

এই রুটগুলো পুরোপুরি অচল করতে ইরান তাদের তেল উৎপাদন কেন্দ্র ও সমুদ্রবন্দরে সরাসরি হামলা চালাতে পারে। পাশাপাশি, তারা ইয়েমেনের হুতি মিত্রদের সঙ্গে মিলে লোহিত সাগরে জাহাজে আক্রমণের হুমকি দিয়ে সেই পথও বন্ধ করে দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইরান তার প্রত্যক্ষ শত্রুদের ওপর আক্রমণ আরও তীব্র করতে পারে। এর অর্থ হতে পারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে আরও বেশি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো কিংবা মার্কিন বেসামরিক অবকাঠামোয় সাইবার হামলা করা।

পুনরায় আক্রমণ হলে, ইরান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সুপেয় পানি শোধনকেন্দ্রগুলোর মতো বেসামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিতে পারে, যা পুরো অঞ্চলকেই বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে।

সর্বশেষ, তেহরান মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের গুপ্তহত্যার পুরোনো কৌশলে ফিরে যেতে পারে। ১৯৮০-এর দশকে ইসলামিক রিপাবলিক ও তাদের লেবানিজ শিয়া মিত্ররা ইউরোপে ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা এবং বোমা হামলায় শত শত মার্কিন ও ফরাসি সেনাকে হত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছিল। অবশ্য, শীর্ষ মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের হত্যা করা ইরানের জন্য সহজ হবে না। কারণ, ইসরায়েল বা ওয়াশিংটনের মতো ইরানের সামরিক বাহিনীর কাছে এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান বা অত উন্নত গোয়েন্দা ব্যবস্থা নেই। তবে তেহরানের হাতে অন্যান্য বিকল্প পথ খোলা আছে।

তারা ছদ্মবেশে গুপ্ত অভিযান চালিয়ে বা আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে। শীর্ষ নেতা না পেলেও তারা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মীদের নিশানা করতে পারে।

সংঘাতের তীব্রতা

ইরান হয়তো মনে করতে পারে যে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই পথ অবলম্বন করে তারা শত্রুকে নিরস্ত করতে পারবে। তবে এতে কাজ না হলে নতুন কৌশল ব্যবহারে ইরানি কর্মকর্তারা পিছপা হবেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা বৈশ্বিক যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পথ বেছে নিতে পারে।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জ্বালানি পরিবহনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পরিকাঠামো–বিশেষ করে ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়াকে যুক্ত করা সমুদ্র তলদেশের ইন্টারনেট কেল্লগুলো বিস্তৃত। ইরানি নৌবাহিনী এই কেল্লগুলো কেটে দিতে পারে। আরও বড় পদক্ষেপ হিসেবে ইরান পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করতে পারে। ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েল নিরাপত্তার অজুহাতে গাজা, লেবানন ও সিরিয়ায় জমি দখল করায়, ইরানি বিশ্লেষকদের মতে ইরানেরও নিজস্ব ‘নিরাপত্তাবলয়’ গড়ে তোলা উচিত।

আমেরিকা স্থল হামলার প্রস্তুতি নিলে ইরান আগেই পদক্ষেপ নিতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তারা ইরানের মূল তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগ দ্বীপ দখলের ইঙ্গিত দেওয়ার পর, দেশটির কিছু বিশ্লেষক ও কট্টরপন্থী সংসদ সদস্য কুয়েত ও বাহরাইনের মার্কিন ঘাঁটি দখলের প্রস্তাব দেন। তেহরান এসব পদক্ষেপকে আগ্রাসন নয়, বরং আত্মরক্ষার অংশ হিসেবেই উপস্থাপন করতে পারে।

উত্তরাঞ্চলেও তেহরান একই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আজারবাইজান ও ইরানের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েনের। কিছু আজারবাইজানি মনে করে ইরানের আজেরি-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো ‘বৃহত্তর আজারবাইজানের’ অংশ; আর অনেক ইরানি মনে করে বর্তমান আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র হলো ‘বৃহত্তর ইরানের’ অংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে।

আজারবাইজান ও ইসরায়েলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা রয়েছে। শীর্ষ ইরানি কর্মকর্তাদের অভিযোগ, আজারবাইজান তাদের ভূখণ্ডকে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দিচ্ছে। তেহরান আজারবাইজানের বিচ্ছিন্ন ছিটমহল ‘নাখ্চিভান’ দখল করার উসকানি পেতে পারে; আর তা না করলেও অন্তত সেখানকার জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

একইভাবে, বিরোধীদের ঘাঁটি মনে করায় ইরান ইরাকের

কুর্দিস্তান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে পারে। যুদ্ধের শুরুতে মার্কিন কর্মকর্তারা কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র দিয়ে স্থল হামলার কথা ভেবেছিলেন। ফলে তেহরান যদি মনে করে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল থেকে ইরান পর্যন্ত কুর্দিস্তানের ওপর দিয়ে স্থলপথ তৈরি করতে চায়, তবে তারা আগেই সেখানে হামলা চালাতে পারে।

সবশেষে, তেহরান সেই চূড়ান্ত পদক্ষেপটি নিতে পারে, যা আমেরিকা ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে আশঙ্কা করছেন এবং ঠেকানোর চেষ্টা করছেন: পারমাণবিক বোমা তৈরি। নেতারা যদি মনে করেন মার্কিন হামলা ঠেকানোর এটিই একমাত্র পথ, তবে এই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তটিকেই তারা সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নিতে পারেন।

ধ্বংসাত্মক মনোভাব

ইরান পারমাণবিক বোমার দিকে না গেলেও, তাদের উসকানির জবাবে ইসরায়েল ও আমেরিকা আরও ভয়াবহ হামলা চালাতে পারে। তবে এক বিশাল ও ব্যয়বহুল পূর্ণাঙ্গ পদাতিক আক্রমণ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল অতিরিক্ত আর কী অর্জন করতে পারবে, তা অস্পষ্ট।

ইরানি শাসনগোষ্ঠী প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত, এবং তারা এটিকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসেবেই দেখছে। তেহরান নিশ্চয়ই তাদের সব কৌশল বা অস্ত্র একবারে ব্যবহার করবে না।

ওয়াশিংটন এই বাস্তবতা অনুধাবন করলে, ইরানের নতুন উসকানির জবাবে সাময়িক যুদ্ধবিরতি বা সংঘাত স্থগিত করার চেষ্টা করতে পারে।

তবে দীর্ঘ মেয়াদে এই কৌশল কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইসলামিক রিপাবলিক তাদের দাবিতে স্পষ্ট–তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে সব মার্কিন সৈন্যের প্রত্যাহার চায় এবং এই লক্ষ্য অর্জনে তারা অনিদিষ্টকাল লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

অবশ্য এমন বড় আক্রমণ চালানো বা সংঘাত বাড়ানো ইরানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ইরান বেশি দূর এগোলে উলটো সেই মার্কিন পদক্ষেপকেই ডেকে আনবে, যা তারা এড়াতে চায়–যেমন মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল মার্কিন সেনার আগমন ও পূর্ণাঙ্গ পদাতিক আক্রমণ।

ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন। তাই তাঁরা বারবার জোর দিয়ে বলছেন, যেকোনো সামরিক সিদ্ধান্তের পেছনে অন্তত কিছু অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক সমর্থন থাকতে হবে।

তবে ইসলামিক রিপাবলিকের নেতৃত্বের বিশ্বাস, ট্রাম্প প্রশাসনের কথাবর্তা ও পদক্ষেপই ইরানের জনগণকে সরকারের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাদের দাবি, অনেক বিদেশি সরকার গোপনে ইরানি কর্মকর্তাদের জানিয়েছে যে মার্কিন ও ইসরায়েলি চাপের মুখে ইরানের এই প্রতিরোধকে তারা শ্রদ্ধা করে।

সর্বাঙ্গিক বাজি

এক অর্থে, ইরান এই পরিস্থিতির মুখোমুখি আগেও হয়েছে। ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পরপরই দেশটি ইরাকের আক্রমণ ও সশস্ত্র বিরোধী দলের মুখে পড়েছিল। ১৯৮১ সালে বোমা হামলায় শাসকদলের প্রায় পুরো নেতৃত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, বেঁচে যাওয়া নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে টিকে থাকতে হলে সংগঠনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি শত্রুর ওপর এমন ভয়াবহ প্রতিশোধ নিতে হবে, যাতে তারা আর কখনো চ্যালেঞ্জ করার সাহস না পায়।

মোজতবা খামেনি ছাড়া ইরানের বর্তমান নতুন নেতাদের প্রায় সবাই সেই বিপ্লবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন। তাঁরা এই শিক্ষাটি খুব ভালোভাবেই মনে রেখেছেন। মার্কিন ও ইসরায়েলি আক্রমণ থামাতে হলে শক্তি জাহির করতে যা করা দরকার তা–ই করতে হবে।

সংঘাত বাড়ানো নিঃসন্দেহে এক চরম ঝুঁকিপূর্ণ খেলা। ইরান অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে তা বিপুল মার্কিন বাহিনীকে এই অঞ্চলে টেনে আনবে, আর যুদ্ধক্লান্ত সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ হয়ে রাজপথে নেমে আসতে পারে।

তবে ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সামলে নিতে পারবে, আর এই আত্মবিশ্বাস থেকেই তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাইছে। তারা মনে করছে ওয়াশিংটনকে চিরতরে পরাস্ত্ত করার এটাই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ।

মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহি তাবার : টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক। ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

টাওয়ার হ্যামলেটসে দোকানকে

অ্যান্ড লাইম’ স্বাদের নিকোটিন ভেপ।

দোকানের কর্মচারী মোহাম্মদ আল আমিন বয়স যাচাই বা পরিচয়পত্র চাওয়া ছাড়াই কিশোরটির কাছে পণ্যটি বিক্রি করেন। ব্রিটেনের আইনে ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে নিকোটিন ভ্যাপ বা অনুরূপ পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে টেমস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অনুষ্ঠিত শুনানিতে আল-হারামাইন লিমিটেডের পরিচালক মিসেস আশরাফি কোম্পানির পক্ষ থেকে দোষ স্বীকার করেন। তিনি ২০১৪ সালের চিলড্রেন এন্ড ফ্যামিলি এ্যাক্ট-এর অধীনে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির কাছে নিকোটিন ইনহেলিং ডিভাইস বিক্রির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। শুনানিতে মিসেস আশরাফি স্বীকার করেন যে কোম্পানি অপরাধটি করেছে এবং এমন ঘটনা রোধে কর্মীদের আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া উচিত ছিল।

আদালত আল-হারামাইন লিমিটেডকে ৮০০ পাউন্ড জরিমানা করে এবং মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ আরও ১,৯৯৫ পাউন্ড ও ৩২০ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ আল আমিন এর আগে ২০২৬ সালের ২৪ মার্চ টেমস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। তাকে ১৪৬ পাউন্ড জরিমানা, ১০০ পাউন্ড মামলা খরচ এবং ৫৮ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কার্ডিফে কলেজের ৫০ লাখ পাউন্ড

করে সম্পত্তি কেনা, বিদেশে অর্থ পাঠানো এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনে ব্যয় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নাদিম সারোয়ার গত ২৯ সেপ্টেম্বর আদালতে ২০০৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কার্ডিফ সিক্সথ ফর্ম কলেজ থেকে কমপক্ষে ৫০ লাখ পাউন্ড চুরির দায় স্বীকার করেন। একই মামলায় কলেজের সাবেক হিসাবরক্ষক রাণ্ড শিবাপালান অডিট রিপোর্টে বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার অপরাধও স্বীকার করেছেন। তাদের সাজা পরে ঘোষণা করা হবে।

তবে ইয়াসমিন সারোয়ার তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রসিকিউশনের অভিযোগ, তিনি কলেজের পরিচালক ও ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্বে থাকার সময় অর্থ সরিয়ে নেওয়া এবং পরে সেই লেনদেনের তথ্য গোপন করার প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রতারণা, কর্মচারী হিসেবে চুরি এবং অপরাধলব্ধ অর্থ গোপন বা স্থানান্তরসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া প্রায় ১০ সপ্তাহ চলতে পারে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

এই মামলার সূত্রপাত অবশ্য সাম্প্রতিক নয়। সাউথ ওয়েলস পুলিশ ২০২৫ সালের মার্চে জানায়, কার্ডিফ সিক্সথ ফর্ম কলেজে ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সংঘটিত সন্দেহভাজন বহু মিলিয়ন পাউন্ডের প্রতারণা ও চুরির ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তে চ্যারিটি কমিশন ফর ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করেছিল। তখন নাদিম ও ইয়াসমিন সারোয়ারের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ লাখ পাউন্ডের চুরি ও প্রতারণার অভিযোগ এবং রাণ্ড শিবাপালানের বিরুদ্ধে মিথ্যা হিসাব তৈরির অভিযোগ আনা হয়।

কার্ডিফ সিক্সথ ফর্ম কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল ছোট পরিসরে। ইয়াসমিন সারোয়ার প্রথমে নিজের বাড়িতে এ লেভেল শিক্ষার্থীদের পড়াতেন। পরে সেই কার্যক্রমই বড় হয়ে কার্ডিফ সিক্সথ ফর্ম কলেজে রূপ নেয়। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ফলাফলের কারণে যুক্তরাজ্যের অন্যতম সফল স্বাধীন সিক্সথ ফর্ম কলেজ হিসেবে পরিচিতি পায়। ২০১৬ সালে বিবিসির ‘ব্রিটেনস ব্রেইনিয়েস্ট স্কুল’ তথ্যচিত্রেও কলেজটি স্থান পায়।

প্রসিকিউশনের দাবি, প্রতিষ্ঠানটি দাতব্য সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হলেও ট্রাস্টি ও পরিচালনা কাঠামোর দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে বিপুল অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে, কলেজের নামে থাকা মূল অ্যাকাউন্টের বাইরে অন্য অ্যাকাউন্টেও শিক্ষার্থীদের ফি জমা নেওয়া হতো এবং সেই অর্থের একটি অংশ পরে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়।

আদালতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, কলেজের অর্থ ব্যবহার করে কার্ডিফে উচ্চমূল্যের সম্পত্তি কেনা এবং মালয়েশিয়ায় অর্থ পাঠানো হয়েছিল। তবে এসব অভিযোগের বড় অংশ এখনো ইয়াসমিন সারোয়ারের বিরুদ্ধে চলমান বিচারাধীন মামলার অংশ এবং আদালত এখনো সেগুলোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি।

মামলার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নাদিম সারোয়ারের দায় স্বীকারের ফলে ৫০ লাখ পাউন্ড আত্মসাতের অন্তত একটি অংশ এখন আর শুধু অভিযোগের পর্যায়ে নেই। তবে ইয়াসমিন সারোয়ারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো এখনো বিচারাধীন। তার দোষ বা নির্দোষ হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতই দেবে।

এদিকে কলেজটির বর্তমান পরিচালনা ও মালিকানা আগের সময়ের তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ২০০৮ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সংঘটিত বলে অভিযোগ ওঠা আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়নি। বর্তমান বিচার মূলত প্রতিষ্ঠানের সাবেক পরিচালনা পর্বের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েই চলছে।

হাউসলো মসজিদের লাইসেন্স

দেওয়া চাকরির প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে লন্ডন নাও।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মসজিদটির স্পনসর করা তিনজনকে ‘ধর্মীয় কর্মী’ হিসেবে দেখানো হলেও পরে তাদের অন্য জায়গায় কাজ করার তথ্য পাওয়া যায়। তাদের একজন একটি স্কুলে, একজন একটি আইন প্রতিষ্ঠানে এবং আরেকজন হেস্টনের একটি মাংসের দোকানে কাজ করছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, কিছু ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের মাধ্যমে ভুয়া চাকরির ব্যবস্থা করতে নগদ অর্থ দিয়েছিলেন। মসজিদের সাবেক ট্রাস্টি আবদুল মাজিদ দাবি করেছেন, কিছু ট্রাস্টি নিজেদের আত্মীয়দের মসজিদের বেতন তালিকায় যুক্ত করেছিলেন বলে তার কাছে অভিযোগ এসেছে। তার দাবি, ওই ব্যক্তিরা বাস্তবে মসজিদে কাজ করতেন না।

তবে হাউনসলো জামিয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং সরকারের স্পনসর লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করছে।

এদিকে মসজিদটি আর্থিক অনিয়মের পৃথক অভিযোগেরও তদন্তের আওতায় রয়েছে। চ্যারিটি কমিশন হাউনসলো জামিয়া মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এর আগে দ্য সান জানিয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ১০ লাখ পাউন্ডের বেশি অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করছে চ্যারিটি কমিশন। একই সঙ্গে হাউনসলো কাউন্সিলও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। সূত্র: লন্ডন নাও

যুক্তরাজ্যে ডিজেলের দামে রেকর্ড

দেশ ডেস্ক, ০৯ অক্টোবর ২০২৬: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি পড়ছে যুক্তরাজ্যের জ্বালানি বাজারে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের প্রভাবে দেশটিতে ডিজেলের গড় দাম উঠে গেছে প্রায় ২ পাউন্ডে। সরকারি হিসাবে, ৫ অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহে প্রতি লিটার ডিজেলের গড় দাম দাঁড়িয়েছে ১৯৯ দশমিক ৫২ পেন্স-যা ২০২২ সালের আগের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই দাম প্রায় ৩২৫ টাকা প্রতি লিটার।

২০২২ সালের জুলাইয়ে ডিজেলের সর্বোচ্চ গড় দাম ছিল ১৯৯ দশমিক ২২ পেন্স। সে সময় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল।

এবার সেই রেকর্ড ভাঙার পেছনে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত। যুদ্ধের কারণে অপরিশোধিত তেল ও পরিশোধিত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ ও পরিবহনব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে যুক্তরাজ্যের পাশ্প পর্যায়ের জ্বালানি দামে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যে ডিজেলের দাম ইতোমধ্যে রেকর্ড উচ্চতায় পৌছেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের পাশাপাশি রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি কমে যাওয়া এবং বৈশ্বিক পরিশোধন সক্ষমতায় চাপও বাজারে ডিজেলের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়াত্ছে।

এর আগে ২ অক্টোবর যুক্তরাজ্যে ডিজেলের দৈনিক গড় দাম প্রথমবারের মতো ২ পাউন্ডের সীমা অতিক্রম করে। সেদিন প্রতি লিটারের গড় দাম ২০০ দশমিক ০১ পেন্সে পৌছায় বলে রয়টার্স ও দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে।

পরিবহন ব্যয়ে বাড়ছে চাপ : ডিজেলের দাম বাড়ায় সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ছে পরিবহন খাত। পণ্যবাহী ট্রাক, বাস, কোচ ও অন্যান্য ডিজেলচালিত যানবাহনের পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে পণ্য পরিবহন ও যাত্রীসেবার খরচেও।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের কোচ পরিচালনাকারীরা জ্বালানির বাড়তি ব্যয়ের কারণে স্কুল পরিবহনসহ কিছু সেবা কমিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। খাতটির প্রতিনিধিদের মতে, জ্বালানির ব্যয় এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে অনেক প্রতিষ্ঠানের ওপর তা টিকে থাকার চাপ তৈরি করছে।

ডিজেলের দাম বাড়লে শুধু পরিবহন খাত নয়, কৃষি, নির্মাণ, উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থার ব্যয়ও বাড়ে। কারণ এসব খাতে পণ্য পরিবহন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনায় ডিজেলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে জ্বালানির বাড়তি ব্যয় শেষ পর্যন্ত খাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার দামে প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপও এতে আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হরমুজ নিয়ে উদ্বেগে জ্বালানি বাজার : মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গাগুলোর একটি হলো হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহনপথগুলোর একটি এই প্রণালী দিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি পরিবহন করা হয়। রয়টার্সের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সংঘাতের মধ্যেও উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে অপরিশোধিত তেলের প্রবাহ কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে। তবে পরিশোধিত জ্বালানি, বিশেষ করে ডিজেলের সরবরাহ এখনো বড় ধরনের বাধার মুখে রয়েছে। এ কারণেই অপরিশোধিত তেলের বাজারের তুলনায় ডিজেলের দামে চাপ বেশি অনুভূত হচ্ছে।

দ্য গার্ডিয়ানও জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেল পরিবহন আগের তুলনায় ঘুরে দাঁড়ালেও পরিশোধিত জ্বালানির প্রবাহ এখনো অনেক কম। এর প্রভাব যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের ডিজেলের বাজারে পড়ছে।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে বড় ধাক্কা লাগে। রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল ও জ্বালানি উৎপাদক হওয়ায় দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সরবরাহব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব দ্রুত আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় যুক্তরাজ্যেও ডিজেলের দাম রেকর্ড পর্যায়ে উঠেছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুলাইয়ে প্রতি লিটার ডিজেলের গড় দাম ছিল প্রায় ১৯৭ দশমিক ৯ পেন্স; পরবর্তী সাপ্তাহিক হিসাবের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল ১৯৯ পেন্সের কাছাকাছি।

এবার মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের পাশাপাশি রাশিয়া থেকে ডিজেল রপ্তানি সীমিত হওয়ায় বৈশ্বিক বাজারে সরবরাহের চাপ আরও বেড়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, রাশিয়া অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ডিজেল রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে।

ফলে যুদ্ধ ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা দীর্ঘায়িত হলে যুক্তরাজ্যের জ্বালানি বাজারে চাপ আরও বাড়তে পারে। এর প্রভাব শুধু গাড়ির জ্বালানি খরচেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; পরিবহন ব্যয়, পণ্যের দাম এবং সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতেও এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তথ্যসূত্র: রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ান

সমকামী সাজিয়ে এসাইলাম আবেদন

শ্রেণ্ডার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণা আর অভিবাসনসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এ সময় মোবাইল ফোন, স্বর্ণালংকার ও হাজার হাজার পাউন্ড অর্থ জব্দ করা হয়। অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে অবস্থানের সন্দেহে এদিন আরও একজনকে শ্রেণ্ডার করা হয়েছে। তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের অপরাধ তদন্ত বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান ক্রিস ফস্টার বলেন, মঙ্গলবারের শ্রেণ্ডারের ঘটনাগুলো পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় বাংলাদেশিদের এলজিবিটি সংগঠন ‘আপনজন’-এর সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি ভুয়া এসাইলাম আবেদনকে কেন্দ্র করে হয়েছে।

ক্রিস ফস্টার আরও বলেন, এসাইলাম আবেদন যাচাইয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা সন্দেহজনক কিছু আবেদনে একই ধরনের তথ্য-উপাত্ত দেখতে পান। এতে সংগঠনটি নিয়ে তাঁদের সন্দেহ তৈরি হয়। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা কয়েক মাস ধরে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেন। মূলত এরপরই অভিযান চালানো হয়।

‘আমাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা আশ্রয়প্রার্থীদের ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে দেন। এ জন্য একেকজনের কাছ থেকে নূনতম ১ হাজার পাউন্ড ও সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫০০ পাউন্ড করে নেওয়া হয়,’ বলেন ক্রিস ফস্টার। হোম অফিসের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, এসব নথিপত্রের মধ্যে ‘আপনজন’-এর পক্ষ থেকে দেওয়া সমর্থনপত্র থাকতে পারে। থাকতে পারে সাজানো ছবি। এসব ছবিতে এসাইলাম-সীকারদের সমকামী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আবার এমন চিঠি থাকতে পারে, যেখানে কেউ দাবি করেন, তিনি আবেদনকারীর সঙ্গে সমলিঙ্গের সম্পর্কে রয়েছেন।

এই অপরাধী চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত শতাধিক আশ্রয় আবেদন এখন পর্যালোচনা করছে হোম অফিস। এ বিষয়ে ক্রিস ফস্টার বলেন, এরই মধ্যে বেশ কিছু ভুয়া এসাইলাম আবেদন নিঃসন্দেহে অনুমোদন পেয়েছে।

হোম অফিস জানিয়েছে, অনেক বাংলাদেশি পুরুষ শুরুতে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আবেদন করেছেন। সেটা প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর তাঁরা নিজেদের ‘সমকামী’ দাবি করে আবারও আবেদন করেন। এসব আবেদনে বলা হয়, যৌন পরিচয়ের কারণে নিজ দেশে ফেরার পর তাঁদের জীবন হুমকিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবেদন করার সময় তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করে থাকে ‘আপনজন’ নামে সংগঠনটি।

বিষয়টি নিয়ে এ বছর বিশদ অনুসন্ধান করেছে বিবিসি। ওই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, আশ্রয় পাওয়ার জন্য কিছু অভিবাসীকে সমকামী সেজে আবেদন করতে আইনজীবী-পরামর্শকেরা সহায়তা করছেন। গত এপ্রিলে বিবিসির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে তানিসা খান নামের এক লিগ্যাল এডভাইজারের (আইনি পরামর্শক) মন্তব্য গোপনে রেকর্ড করেন বিবিসির প্রতিবেদক। তানিসা বলেন, তিনি এসাইলাম আবেদনের জন্য একটি ‘পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজের’ ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এর আওতায় সমকামীদের ক্লাবে তোলা ছবি এবং আবেদনের পক্ষে অন্যান্য প্রমাণ থাকবে।

যুক্তরাজ্যের হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ বলেন, ‘যাঁরা নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভান করেন, তাঁরা নিন্দারও অযোগ্য। তাঁরা সুরক্ষা পাওয়ার প্রকৃত দাবিদারদের নিয়ে উপহাস করছেন।’ তিনি বলেন, ‘এমন লজ্জাজনক প্রতারণা করে যারা লাভবান হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। তাঁদের অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ জব্দ করা হবে। এ দেশে তাঁদের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে।’ যাঁরা আশ্রয়ের আবেদনে প্রতারণা করেছেন, তাঁদের আবেদন বাতিল করা হবে বলেও জানান শাবানা মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘তাঁদের এই দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।’

যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এসাইলাম নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে কেউ

এক ধাক্কায় ২৮ হাজার ফুট নিচে

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট বিএ২৯৫ নামের ওই বিমানটি সংকটকালীন মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সিগন্যাল কোড ‘স্কোয়াক ৭৭০০’ বার্তা পাঠিয়েছিল। এই বার্তাকে আকাশে থাকাকালীন বিমানে তৈরি হওয়া বড় ধরনের যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির সঙ্কেত হিসেবে ধরা হয়। ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্যে দেখা যায়, আয়ারল্যান্ডের ওপর দিয়ে উড়ার সময় বিমানটি মাত্রাতিরিক্ত উচ্চতা থেকে এক ধাক্কায় প্রায় ২৮ হাজার ফুট নিচে নেমেছে বিমানটি। বিমানে হঠাৎ এই জরুরি পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও জানায়নি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ। তবে এভিয়েশন প্রোটোকল অনুযায়ী, ১০ হাজার ফুটের নিচে এ ধরনের দ্রুত ও নিয়ন্ত্রিত জরুরি অবতরণ সাধারণত কেবিনের ভেতরে বায়ুচাপ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার কারণে করা হয়ে থাকে।

স্কোয়াক ৭৭০০ কী?

উড্ডয়ন পরিভাষায় স্কোয়াক’ হলো একটি ৪ ডিজিটের বিশেষ কোড; যা বিমানের ট্রান্সপন্ডার সিগন্যালের মাধ্যমে সরাসরি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে (এটিসি) পাঠানো হয়। এই কোড ৭৭০০ দিয়ে বোঝানো হয় বিমানে সাধারণ বা বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। এটি সমস্যার সুনির্দিষ্ট ধরণ পরিষ্কার না করলেও বিমান নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক সতর্ক করে দেয়, ওই বিমানের ড্রুদের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন এবং তাদের জন্য আকাশপথ ফাঁকা রাখা জরুরি।

কয়েক দিন আগেই ঘটে ফ্লাইদুবাইয়ের রোমহর্ষক ঘটনা

মাঝ আকাশে ফ্লাইদুবাইয়ের একটি বিমানে ঘটে যাওয়া তোলপাড় করা এক রোমহর্ষক ঘটনার মাত্র কয়েক দিনের মাথায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এই জরুরি পরিস্থিতির খবর এলো। ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ ফ্লাইটটি জরুরি কোড সম্প্রচার করে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়েছিল। ফ্লাইট ট্রাকিং ডেটা অনুযায়ী, বিমানটি মাত্র দুই মিনিটেরও কম সময়ে ১৭ হাজার ৪০০ ফুট নিচে নেমে এসেছিল। পরবর্তীতে জানা যায়, বিমানে থাকা ওমানের নাগরিক কো-পাইলট হঠাৎ ককপিটের জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য থাকা বিশেষ কুড়াল দিয়ে প্রধান পাইলটের ওপর হামলা চালান এবং বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন। সূত্র: এনডিটিভি।

নৌকায় আসা প্রায় সব নারীই

পুরুষও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

শাবানার ভাষায়, কাউকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া, আশ্রয়ের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের অংশ হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে হওয়া উচিত নয়, যেখানে অপরাধী চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে।

সাক্ষাৎকারে চাদর বা মুখোশ পরা উগ্র ডানপন্থি বিক্ষোভকারীদের প্রসঙ্গে শাবানা বলেন, তারা ক্ষমতায় এলে তাকে ‘হত্যা’ করতে পারে কিংবা ‘নিজ দেশ থেকে বের করে দেবে’। তিনি বলেন, এসব মানুষ তাকে সত্যিকারের ব্রিটিশ মনে করে না এবং তিনি মুসলিম হওয়ায় তাকে ঘৃণা করে। তিনি আরও বলেন, তিনি নিজেকে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের অংশ মনে করেন। ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে কর্মীদের গ্রেফতার নিয়েও তিনি খুব অসন্তুি বোধ করেন বলে জানান।

সম্প্রতি লিভারপুলে লেবার পার্টির সম্মেলনে নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থনে কোনো সামগ্রী পরা বা বহনের সন্দেহে ৮২ জনকে গ্রেফতার করে মার্সিসাইড পুলিশ। শাবানা অবশ্য নিজের মতের সঙ্গে অসন্তুিকর হলেও নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার পক্ষে অবস্থান নেন।

এদিকে রোববার ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে দক্ষিণ উপকূলের দিকে একটি অভিবাসীবাহী ছোট নৌকা এগিয়ে আসছিল। ফরাসি কোস্টগার্ড ও উদ্ধারকারী জাহাজগুলো নৌকাটিকে অনুসরণ করছিল। নৌকাটি নরম্যান্ডির ইউটাহ বিচ এলাকার কাছ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। রিফিউজি কাউন্সিলের পরিচালক ইমরান হুসেইন হোম সেক্রেটারির যৌন সহিংসতার ব্যাপকতার স্বীকৃতিকে স্বাগত জানালেও নিরাপদ ও বৈধ পথ বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও নিপীড়ন থেকে পালানো নারী ও শিশুরা নিজ দেশ এবং নিরাপত্তার সন্ধানে যাত্রাপথ-উভয় ক্ষেত্রেই যৌন সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকেন। তার মতে, নারীদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ পথ বাড়ানো প্রয়োজন, কমানো নয়। সূত্র: গার্ডিয়ান

ব্রাডফোর্ডে গুলজার-কুদ্দুস-মনির

দেন। ট্রাস্টকে আরও আধুনিক, ডিজিটাল ও বিনিয়োগবান্ধব করার পরিকল্পনার কথাও জানান তাঁরা। পাশাপাশি সদস্য ও তাঁদের পরিবারের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেন প্রার্থীরা।

বিশিষ্ট মুরব্বি আখদুস আলীর সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষাবিদ বাবরুল হোসেন বাবুল ও অ্যাডভোকেট আনসার হাবিব সম্বলনা করেন। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন কমিউনিটি নেতা সাহাব উদ্দিন। পরে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের ১৭ প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাস্টের বর্তমান সভাপতি মাফিজ খান।

সভায় বক্তব্য দেন সিনিয়র ট্রাস্টি মনির উদ্দিন (বশির), মোহাম্মদ আলী ছালেক, মিরাস আলী, এনামুল হক, মস্তাকিন আলী, আব্দুর রব, ইনুস মিয়া, কবির উদ্দিন, আজাদ মিয়া, আনসার উদ্দীন, ফয়জুল হক, মনির আলী সুফি ও শেখ মবশির আলীসহ অনেকে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার পদপ্রার্থী মনির আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ ও কবির মিয়া। এ ছাড়া অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদপ্রার্থী সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার পদপ্রার্থী তোফাজ্জুল আলম, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি পদপ্রার্থী খালেদ মাসুদ রনি এবং কালচারাল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী মদরিস আলী মফজ্জুল উপস্থিত ছিলেন।

ইসি মেম্বর পদপ্রার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজিজুর রহমান খান রাজু, মোহাম্মদ জি এ ফয়সাল, মোহি উদ্দিন পলাশ, শাহ তাজুল ইসলাম, আজিজুর রহমান রুমেলা, রুহেল ইসলাম ও শামীম নূর।

সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমকে আরও সংগঠিত ও গতিশীল করার সুযোগ রয়েছে। গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। এ সময় তাঁরা প্যানেলের প্রার্থীদের সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান।

সভাপতি পদপ্রার্থী গুলজার খান বলেন, গত নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। নির্বাচিত হলে বাংলাদেশে ট্রাস্টের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও কমিউনিটির কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, প্রবাসীদের সম্মিলিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত করা সম্ভব। এ জন্য যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বিশ্বনাথের প্রবাসীদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি সংগঠনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মনির আহমেদ বলেন, নির্বাচিত হলে মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৃহত্তর বিশ্বনাথের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার চেষ্টা করবেন। একই সঙ্গে ট্রাস্টের তহবিল সুরক্ষিত রেখে আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান তিনি।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে শিক্ষা ও সামাজিক

ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতে এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। প্রবাসীদের সহযোগিতায় পরিচালিত এ সংগঠনের মাধ্যমে বৃহত্তর বিশ্বনাথের শিক্ষার্থীদের সহায়তা, শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

সভায় প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে তাঁদের ঘোষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে ট্রাস্টের শিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ এবং কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানোর কথা জানান তাঁরা।

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মিছবা-মহব্বত-লিলু মিয়া প্যানেল রয়েছে।

২৭ ইসরায়েলি কূটনীতিককে

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: পূর্ব জেরুজালেমে ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধ করলে লন্ডনে থাকা ২৭ ইসরায়েলি কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হবে-ইসরায়েলকে এমন কঠোর বার্তা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। পালটপালটি কূটনৈতিক পদক্ষেপে দুই দেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্কে নতুন করে বড় ধরনের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

গত সোমবার (৫ অক্টোবর) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। পরে আল জাজিরাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমও বিষয়টি প্রকাশ করে।

ওয়াইনেট জানিয়েছে, ইসরায়েলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সাইমন ওয়ালডার্স ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের কাছে লন্ডনের এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

ব্রিটিশ সরকারের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, পূর্ব জেরুজালেমের ব্রিটিশ কনস্যুলেটে দায়িত্ব পালনকারী ২৭ কূটনীতিককে সরিয়ে দেওয়া হলে তার জবাবে লন্ডনে ইসরায়েলি দূতাবাসের ২৭ কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হবে।

অর্থাৎ, একজন ব্রিটিশ কূটনীতিকের বিপরীতে একজন ইসরায়েলি কূটনীতিককে বহিষ্কারের পালটা নীতি নিতে পারে যুক্তরাজ্য। তবে এই হুমকির বিষয়ে ব্রিটিশ দূতাবাস প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ফলে ২৭ কূটনীতিক বহিষ্কারের বিষয়টি এখনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সামনে এসেছে।

এর আগে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতিতে উৎপাদিত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য। পাশাপাশি বসতি স্থাপন কার্যক্রমে সহায়তা, অর্থায়ন বা লাভবান হওয়ার অভিযোগে কয়েকটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা দেয় লন্ডন। যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ মনে করে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

যুক্তরাজ্যের ওই পদক্ষেপের পালটা প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সা`আর পূর্ব জেরুজালেমে ব্রিটিশ কনস্যুলেট জেনারেল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। কনস্যুলেটটি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা নিয়ে রাজনৈতিক ও কনসুলার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ইসরায়েলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) কনস্যুলেটটি বন্ধ হওয়ার কথা। এর আগে পরিস্থিতি সামাল দিতে গত সপ্তাহে ব্রিটিশ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোনাথন পাওয়েল গোপনে ইসরায়েল সফর করেন। রয়টার্স জানিয়েছে, কনস্যুলেট বন্ধ ঠেকাতে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হয়নি। তবে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কনস্যুলেটটি প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ কূটনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এটি বন্ধ হয়ে গেলে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। সমসংখ্যক ইসরায়েলি কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হলে লন্ডনে ইসরায়েলি দূতাবাসের কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো দেশ পদক্ষেপ নিলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় নেতা ইয়ার লাপিদও পালটাপালটি কূটনৈতিক পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন, এ ধরনের সংকট তৈরি কোনো নীতি হতে পারে না।

গাজা ও পশ্চিম তীরের নীতি, ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ এবং ফিলিস্তিন প্রশ্নে দুই দেশের অবস্থানগত দূরত্ব গত কয়েক মাসে আরও বেড়েছে। এর মধ্যেই কূটনীতিক বহিষ্কারের হুমকি পরিস্থিতিকে দুই দেশের সম্পর্কের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সংকটগুলোর

৬দিন পর জীবিত মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত

পাইক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তার আইনজীবীরা জানান, তাকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় হাসপাতালে গুরুতর চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আইনজীবীদের ধারণা, সুস্থ হতে তার দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) টেনেসিতে পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা করা হয়। তাকে প্রাণঘাতী ওষুধ পেন্টোবারবিটাল দেওয়ার জন্য দুইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুবারই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কয়েক দিন তিনি অচেতন ছিলেন। চিকিৎসকেরা তার শরীর থেকে ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া রাসায়নিক বের করার চেষ্টা করেন।

পাইকের আইনজীবীরা তার বর্তমান অবস্থাকে ‘চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নজিরবিহীন’ বলে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেওয়ার পর বেঁচে যাওয়ার ঘটনা আগে ঘটেছে কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও বিশ্বয় তৈরি হয়েছে।

ফোর্ডহাম ল স্কুলের অধ্যাপক ও অপরাধবিজ্ঞানী ডেবোরা ডেন্নো বিবিসিকে বলেন, পাইক এখন সচেতন হয়ে কথা বলতে পারছেন-এটি দেখে তিনি ‘চরমভাবে বিস্মিত’। তার মতে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য নির্ধারিত আরও সাতটি ঘটনায় বন্দীরা বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে সেসব ক্ষেত্রে বন্দীদের শিরায় প্রাণঘাতী ওষুধ প্রবেশ করানোই সম্ভব হয়নি।

ডেন্নো বলেন, পাইকই একমাত্র ব্যক্তি, যার শরীরে কোনো ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক প্রবেশ করানোর পরও তিনি বেঁচে আছেন। তার ভাষায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়ায় যা যা করার কথা, তা করা হয়েছিল; কিন্তু সেটি কাজ করেনি। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।

তবে পাইকের সুস্থ হয়ে ওঠার পথ এখনো অনিশ্চিত। তার আইনজীবীদের পরামর্শক অ্যানেসথেসিওলজিস্ট জোয়েল জিভট বলেন, প্রাণঘাতী ইনজেকশন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম। তার মতে, সাধারণ পরিস্থিতিতে পেন্টোবারবিটালের যে পরিমাণ পাইককে দেওয়া হয়েছিল, তা রক্তপ্রবাহে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছালে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।

জিভটের ধারণা, ওষুধটি সম্ভবত পাইকের রক্তনালিতে প্রবেশ না করে ত্বকের নিচের টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে তার মস্তিষ্কে কোনো ধরনের ক্ষতি হয়েছে কি না, সেটিও এখনো স্পষ্ট নয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে দেরি হওয়ায় মস্তিষ্কে ক্ষতির আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি।

পাইকের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তার দুই হাতে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে তারা সতর্ক করেছিলেন, পাইকের শারীরিক অবস্থা-বিশেষ করে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা (থ্রম্বোসাইটোসিস) এবং ছোট শিরা-প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেওয়ার সময় অতিরিক্ত ব্যথা ও কষ্টের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে কলিন স্লোর নামের ১৯ বছর বয়সী এক তরুণীকে হত্যা করার দায়ে পাইককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সে সময় পাইকের বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি তার তৎকালীন প্রেমিক টাডারিল শিপের সঙ্গে মিলে স্লোরকে মারধর ও নির্যাতনের পর হত্যা করেন বলে মামলায় প্রমাণিত হয়।

ব্যর্থ মৃত্যুদণ্ডের পর টেনেসি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত জানায়নি, পাইকের মৃত্যুদণ্ড আবার কার্যকর করার চেষ্টা করা হবে কি না। কী কারণে প্রাণঘাতী ইনজেকশন কাজ করেনি, সে বিষয়েও কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি তারা।

টেনেসির গভর্নর বিল লি চলতি বছরের বাকি সময়ের জন্য অঙ্গরাজ্যে সব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর স্থগিত করেছেন। এদিকে অঙ্গরাজ্যের কারা বিভাগের প্রধানও পদত্যাগ করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

নামাজের শব্দে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন অভিযোগ জানাতে ফিরলেন মুসলিম হয়ে

দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬ : অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে ঈদুল ফিতরের সকালের নামাজের শব্দ নিয়ে অভিযোগ জানাতে মসজিদে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন ব্রায়ান নামে এক বৃদ্ধ। গোলড কোস্ট মসজিদের কাছের একটি নার্সিং হোমে বসবাসকারী ব্রায়ান লাউড-স্পিকারের শব্দে বিরক্ত হয়ে মসজিদে গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত মুসলিমদের সঙ্গে প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিটের কথোপকথন এবং তাঁদের আন্তরিক ব্যবহার ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি হেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তাঁর শাহাদাহ পাঠের আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ঈদুল ফিতরের দিন সকালে গোলড কোস্ট মসজিদে নামাজের সময় লাউডস্পিকার ব্যবহার করা হচ্ছিল। কাছাকাছি নার্সিং হোমে থাকা ব্রায়ানের কাছে সেই শব্দ বেশি মনে হয়। এতে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বিষয়টি নিয়ে সরাসরি অভিযোগ জানাতে মসজিদের দিকে হেঁটে যান।

মসজিদে পৌঁছানোর পর স্থানীয় মুসলিম হুসেইন গস এবং হাসান নামে আরেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। অভিযোগ নিয়ে আসা ব্রায়ানের সঙ্গে বিরণ আচরণ কিংবা তর্কে না গিয়ে তাঁরা তাঁকে বসতে বলেন। এরপর শান্তভাবে তাঁর অভিযোগ শোনেন এবং আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

ব্রায়ানকে খাবারও দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তরা তার সঙ্গে প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট কথা বলেন। তিনি কেন বিরক্ত হয়েছেন এবং কী কারণে মসজিদে এসেছেন, তা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়। ব্রায়ানের সঙ্গে হওয়া এই কথোপকথনই পরবর্তী সময়ে ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। ঘটনাটির বর্ণনা অনুযায়ী, মসজিদে আসার সময় ব্রায়ান ক্ষুব্ধ ও হতাশ ছিলেন। কিন্তু অভিযোগ নিয়ে আসার পরও তাঁকে সম্মান দেখানো, শান্তভাবে তার কথা শোনা এবং অতিথির মতো আপ্যায়ন করার বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

মসজিদে উপস্থিত মুসলিমদের আচরণে তাঁর প্রাথমিক ক্ষোভ ধীরে ধীরে কমে আসে। যে বিষয়টি নিয়ে তিনি অভিযোগ করতে এসেছিলেন, সেই আলোচনা একপর্যায়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় রূপ নেয়। এরপর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসে বলে ঘটনাটির প্রকাশিত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম

স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

■ আকর্ষণীয় রেট

■ বিকাশ সার্ভিস

■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার

■ একাউন্ট ট্রান্সফার

■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার

■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ



STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT





সাক্ষাৎকারে হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ

নৌকায় আসা প্রায় সব নারীই ধর্ষণের শিকার



দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: উত্তর ফ্রান্স থেকে ছোট নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা প্রায় সব নারীই যাত্রাপথে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারি

শাবানা মাহমুদ।

‘দ্য রেস্ট ইজ পলিটিকস’ পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাচারকারীরা যতদিন যুক্তরাজ্যে কারা প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে,

ততদিন অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থী যৌন নিপীড়নকারীদের শিকার হবেন। সাবেক টোরি মন্ত্রী ররি স্টুয়ার্ট এবং সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যারের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা অ্যালিস্ট্যার ক্যাম্পবেলের সঙ্গে আলোচনায় শাবানা বলেন, আমরা এই সীমান্তের নিয়ন্ত্রণে নেই। উত্তর ফ্রান্সে যারা জড়ো হন এবং ডিঙিতে ওঠার অপেক্ষায় থাকেন, তাদের বাছাই করে অপরাধী চক্র, যারা একই সঙ্গে মানবপাচারের সঙ্গেও জড়িত। তিনি বলেন, আপনি প্রায় নিশ্চিত হতে পারেন, উত্তর ফ্রান্সে থাকা প্রত্যেক নারীই যাত্রাপথে সম্ভবত ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কিছু -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

ব্রাডফোর্ডে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের নির্বাচনী সমাবেশ



দেশ ডেস্ক, ৯ অক্টোবর ২০২৬: সিলেটের বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ডে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাডফোর্ডের শাপলা

ব্যাংকুয়েটিং হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্যানেলের প্রার্থীরা ট্রাস্টের গত দুই বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে তাঁদের বক্তব্য -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

উত্তপ্ত কূটনৈতিক সংঘাত

২৭ ইসরায়েলি কূটনীতিককে বহিস্কার করবে যুক্তরাজ্য

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

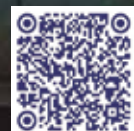
SEND MONEY TO BANGLADESH WITH ZERO TRANSFER FEES



SonaliPay
www.sonalipay.co.uk

A subsidiary of Sonali Bank PLC.

DOWNLOAD OUR APP



To Register Visit:
www.sonalipay.co.uk
Phone: 02078778222

Terms & Conditions Apply
© All Right Reserves. SONALIPAY UK LTD